হিন্দুত্ব সন্ত্রাসবাদ



মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

হিন্দুত্ব সন্ত্রাসবাদ

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., মহর্ষী দয়ানন্দ
ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

ঃঃ প্রকাশনায় ঃঃ

আইডিয়া প্রকাশনী

Hindutva Santrasbad (Hindutva Terrorism)
Written by Muhammad Abdul Alim

ঃঃপ্রকাশনায় ঃঃ
আইডিয়া প্রকাশনী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আশিক ইকবাল,
ময়ুরেশ্বর, বীরভূম,
মোবাইল ঃ +৯১ ৭৫০১৮৭৯৬৬৮
ই-মেইল ঃ www.iqubal@gmail.com

উৎসর্গ

আমিরুল মোমেনীন হযরত মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহীদ (হাফিযাহুল্লাহ), শহীদে আযম হযরত শায়খ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ), সালাহুদ্দীন আউয়ুবী (রহিমাহুল্লাহ) ও মুহাম্মাদ বিন কাসিম (রহিমাহুল্লাহ) প্রভৃতিদের নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি উৎসর্গ করলাম

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ১ জানুয়ারী ২০১৪
First Print: 1st January 2015
Compose and PDF Creater Mohd.Abdul Alim (Auther of this Book)

মূল্য : ৩০/- (ত্রিশ টাকা মাত্র)

____
_

Hindutva Santrasbad (Hindu Terrorism) Written by Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 1st January 2014 Published By Idea Publication, Mayureswar, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs: 30/- (Thirty Rupise Only)

হিন্দুত্ব সন্ত্রাসবাদ

হিন্দুরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকালাপে লিপ্ত থাকলে সাধারণত খবরে প্রকাশ করা হয় না । যদিও চাপের মুখে পড়ে মিডিয়া তা প্রকাশ করে তাহলে ক্ষুদ্রায়তনে প্রকাশ করা হয় যাতে সহজে কেউ বুঝতে না পারে যে হিন্দুরাও সন্ত্রাসবাদী হতে পারেন । কেননা, আমাদের দেশের অধিকাংশ মিডিয়া হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত । এখানে কয়েকটি হিন্দু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করা হল,

১) মালেগাঁও বিস্ফোরণ ঃ- মালেগাঁও বিস্ফোরণে যুক্ত ছিলেন ১১ জন সনাতন সদস্য । ২০০৯ সালের দীপাবলীর সময় গোয়ার মালেগাঁও বিস্ফোরণকান্ডের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পানাজীর সেশন জজ ইউ. ভি. বাকরের এজলাসে চার্জশিট পেশ করা হয় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (NIA) বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করার সময় দুজন সনাতন হিন্দু মারা যায় তাদেরকেও ঐ ১১ জনের মধ্যে রাখা হয়েছে । এই দুজন হিন্দু জঙ্গির নাম মালগান্ডা পাতিল ও যোগেশ নায়েক । হিন্দু জঙ্গি গোয়েল বিনয় তালেকর, বিনায়ক পাতিল, ধবঞ্জয় আস্টেকার এবং মহারাষ্ট্রের দিলীপ মনগাঁওকর এখনো বিচারের অধিনে । এই ঘটনার পর প্রশান্ত জুভেকর, সারভ আকোলকার, জয়প্রকাশ রুদ্র পাতিল ও প্রশান্ত আস্টেকার নিঁখোজ হয়ে যায় । এরপর ২৫০ জন সাক্ষীর নামসহ ৩০০০ পৃষ্ঠার চার্জশিট তৈরী করা হয় । তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করার । বিস্ফোরক দ্রব্য ও অবৈধ কার্যকলাপে তারা আইনে অভিযুক্ত । কয়েক বছর আগে ঘটা বিস্ফোরণের সঙ্গেও তারা যুক্ত । যারা এই মালেগাঁও বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তারা কেও মুসলমান নয় সকলেই হিন্দু সনাতন ধর্মী । তারা কেও আর. এস. এস., কেও সংঘ পরিবারের সদস্য । (তথ্যসূত্র ঃ নতুন গতি, ২৪ - ৩০মে, ২০১০ সংখ্যা)

২) আজমীর বিস্ফোরণ ঃ হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) দরগাহ শরীফে হিন্দুত্ববাদীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটাই । আর এই বোমা বিস্ফোরণের আর. এস. এস. এর ইন্দ্রেশ কুমার সহ আরও বড় বড় হিন্দু নেতাদের নাম প্রকাশ্যে এসেছে । এমনকি রাজস্থানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তি ধারীওয়াল বলেছেন, আজমির, হায়দ্রাবাদ, ও মালেগাঁও বিস্ফোরণে আর. এস. এস. এর কয়েকজন প্রচারক শামিল আছেন । তিনি এও বলেছেন, আর. এস. এস. এর কয়েকজন বড় পদাধিকারী এই বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড । আর যাঁরা হিটলিষ্টে আছেন তাঁরা হলেন, ইন্দ্রেশ কুমার, সুনীল যোশী, প্রজ্ঞা টাকুর । সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে এটিএসের থেকে আজমীর শরীফ বিস্ফোরণ মামলায় আজমীরের সিজেএম কোর্টে পেশকৃত চার্জশিট থেকে । চার্জশিটের বায়ান অনুসারে জানা যায়, ২০০৫ সালে ৩১ অক্টোবর জয়পুরে আর. এস. এস. এর এক গোপন বৈঠক বসেছিল । তাতে ইন্দ্রেশ কুমার সহ সাতজন শামিল ছিলেন । বৈঠকে আজমীর শরীফ দরগাহ, হায়দ্রাবাদের মক্কা মসজিদ ও মালেগাঁও সহ দেশের বিভিন্ন শহরে বিস্ফোরণ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । ২০০৭ সালের ১১ অক্টোবর আজমীর দরগায় বিস্ফোরণ ঘটানো হয় । এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া দেবেন্দ্র গুপ্ত, লোকেশ শর্মা, ও চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে এটেসের তদন্ত কর্মকর্তা এস. জি. সত্যেন্দ্র সিংহ রানাওয়াত চার্জশিট পেশ করেন । এতে বলা হয়েছে, গুজরাটি সমাজের গেস্ট হাউসের ২৬ নং কক্ষটি মনোজ সিংহের নামে বুক ছিল । বৈঠকে ইন্দ্রেশ কুমার অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার কথা বলছিলেন, যাতে মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে । চার্জশিটের ভিত্তিতে কার্জনির্বাহী সিজেএম জগেন্দ্র আগারওয়াল, অভিযুক্ত দেবেন্দ্র গুপ্তা, লোকেশ শর্মা ও চন্দ্রশেখর লেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করেছেন । উল্লেখ্য যে, এসব কর্মকান্ড আর. এস. এস. পান্ডারা বিভিন্ন ইসলামী নামে চালিয়েছিল - বাস্তবে এসব নামের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি । নিজেদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আড়াল করতে ইসলাম ও মুসলমানদের কলঙ্কিত করার ষড়যন্ত্রে এরা শুরু থেকেই লিপ্ত ।

৩) সমঝোতা বিস্ফোরণ ঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সালে সমঝোতা ট্রেনের বিস্ফোরণ ঘটাই হিন্দুত্ববাদীরা । এই সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণে ৬৮ জন মারা যান এবং অনেক মানুষ আহত হন । এই বিস্ফোরণের ছক কষা হয় গুজরাটের ডাং-এ এবং পশ্চিম বঙ্গের চিত্তরঞ্জনে । এই বিস্ফোরণের মূল

পান্ডা বামালী হিন্দু মনুবাদবী জঙ্গি ব্রতীন চ্যাটার্জি ওরফে স্বামী অসীমানন্দ । প্রজ্ঞা ঠাকুরকে গ্রেফতারের পরেই অসীমানন্দের নাম জানা যায় । তার বিরুদ্ধে ৮০ পাতার চার্জশিটে এন. আই. এ. জানিয়েছে যে, বারাণসী সংকোচমোচন মন্দিরে বিস্ফোরণের ১০ দিনের মধ্যেই (মার্চ ২০০৬) সমর্থকদের নিয়ে নিশ্চিত করেন তিনি । এই সংস্থার অনুমান ২০০৬ এর ১১-১৩ ফেব্রুয়ারী ডাং-এ শরবী কুম্ভমেলা চলাকালীন বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা গৃহীত হয় । স্বামী অসীমানন্দ আর. এস. এস. এর সংগঠন বনবাসী কল্যান আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তিনি ১৯৯৮ সালে ডিসেম্বরে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা করান ।

'নতুন গতি' পত্রিকার ১৭ - ২৩ জানুয়ারী, ২০১১ সংখ্যায় নিউজব্যুরোতে বেরিয়েছে, "দিল্লী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক জেরায় হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি স্বামী অসীমানন্দ স্বীকার করেছেন যে মালেগাঁও, আজমীর, মক্কা মসজিদ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেস ট্রেন হামলায় তিনি এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা জড়িত । জবানবন্দী ৪২ পাতার । মৃত্যুদন্ড নিশ্চিত জেনেও তিনি ওই সকল বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে মুসলিমদের আত্মরক্ষার সুযোগ করে দিয়েছেন । মিডিয়ার খবর, মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণে 'জড়িত' এই সন্দেহে কলীম নামে সেলফোন বিক্রয়কারী এক যুবককে গ্রেফতার করে অকথ্য অত্যাচার চালানো হয় এবং দেড় বছর জেল খাটতে হয় তাকে । পরে, অন্য এক 'অপরাধে' আবার জেল হয় । তখন গারদখানায় অসীমানন্দের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে । বিনাদোষে গণতন্ত্রের নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করেও কলীমের মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়েই নাকি 'স্বামী' অপরাধের দায় কবুল করেছেন । খুনীর দয়ালু হওয়ার চেষ্টা !"

মালেগাঁও বিস্ফোরণে কালা আইন মোকায় (MCOCA) কোনো প্রমাণ ছাড়াই সিমির ৮ সদস্য-সহ ৯ জনের কারাদন্ড হয় । এখন, অসীমানন্দের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণ হচ্ছে তা মিথ্যা । মালেগাঁও বিস্ফোরণের মূল পান্ডা হচ্ছে সুনীল যোশী । হায়দ্রাবাদের নিজাম যেহেতু পাকিস্তানে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তার প্রতিশোধ নিতেই মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ বলে স্বামী জানিয়েছেন ।

সুনীল যোশির হত্যা

২৯ ডিসেম্বর ২০০৭-এ মধ্যপ্রদেশের দেওয়াসের বাড়ির চত্বরে আকস্মিকভাবেই খুন হতে হয় সুনীল যোশিকে । যোশির পরিবারের সদস্যরা এবং সাধ্বী প্রজ্ঞা ঠাকুর দাবী করে যে, নিজের লোকের হাতেই খুন হয়েছেন সুনীল যোশী । মধ্যপ্রদেশ পুলিশ প্রথমে মামলাটি সমাধান না করেই গুটিয়ে নেয় । ওই একই পুলিশ পরে স্বীকার করে যে আর. এস. এস. এর সদস্য বন্ধুরাই সুনীলকে হত্যা করেছে । তার দায়ে মৈয়াংক, হর্ষদ সোলাংকি, মেহুল, মোহন (সবাই গুজরাটের), আনন্দরাজ কাটরে (ইন্দোর), বাসুদেব পারমার (দেওয়াস, মধ্যপ্রদেশ) কে অভিযুক্ত করে । সোলাংকি তার অপরাধ স্বীকারও করেছে । অপরাধ চাপা দিতেই নাকি এই বিশ্বস্থ সংঘ কর্মীকে হত্যা করেছে ?

মন্দিরেও বিস্ফোরণের চেষ্টা

স্থানীয় মুসলিমদেকে সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে এবং হিন্দু - মুসলিম দাঙ্গা ঘটাতে মো (Mhow) জেলার বিভিন্ন মন্দিরেও বোমা বিস্ফোরণে চেষ্টা করে সুনীল যোশি । আর. এস. এস. মহলে গুরুজী বলে পরিচিত আর এক সদস্য সন্দীপ ডাঙ্গেকে নিয়ে মো-র কড়ে হনুমান মন্দির ও স্বর্গমন্দিরে বোমা ফাটায় । রাজেশ মিশ্র বলে এক আর. এস. এস. কর্মীর জবানবন্দীতে তা স্পষ্ট । ২০০৩ এর আগস্টে উপজাতীয় কংগ্রেস নেতা পিয়ারে সিং নিনামা ও তার পুত্র দীনেশকে হত্যা করে যোশি ও ডাঙ্গে । পুলিশ বরাবরই যোশিকে আড়াল করেছে এবং ছার দিয়েছে । তখনই যোশিকে আটকানোর চেষ্টা হলে এই বিস্ফোরণ ঘটত না ।

ইজতেমায় বোমা

২০০২-এর ডিসেম্বরে ভূপালে অনুষ্ঠিত তবলিগি ইজতেমা থেকে ১৫টি পাইপ বোমা উদ্ধার করা হয়েছিল। মিশ্রই ওই পাইপ বোমা সরবরাহ করেছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

নির্দোষ মুসলিমদের মুক্তির দাবী

অসীমানন্দের স্বীকারোক্তির পর গ্রেফতার হওয়া নির্দোষ মুসলিমদের মুক্তির দাবী উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। কিন্তু তাদের ক্ষতিপূরণ দেবে কে ? কে ক্ষমা চাইবে তাদের কাছে ? এতগুলো জীবন, পরিবার নষ্ট করে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট 'সরকারী কর্মীদেরকে' কি সাজা দিতে পারবে ভারতীয় গণতন্ত্র ? সর্ষের মধ্যে ভূত তাড়াতে পারবে কি ? কে দেবে কৈফিয়ত ?

তার থেকেও বড় প্রশ্ন, ভারত হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাস ও ফ্যাসিবাদকে দমন করতে পারবে কিনা। ভারতের সমৃদ্ধ, শান্তির জন্য তা করাটা খুবই জরুরি। আর. এস. এস. ও সমধর্মী হিন্দুত্ববাদী ও মনুবাদী সংগঠনগুলোকে এখনো নিষিদ্ধ করতে পারেননি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিতাম্বরম।

৪) মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ : ২০০৭ সালে হায়দ্রাবাদের মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ করে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিরা। এই বিস্ফোরণে দুজনের নামে সি. বি. আই চার্জশিট দিয়েছে। দেবেন্দ্র গুপ্তা ও লোকেশ শর্মার বিরুদ্ধে ৮০ পাতার চার্জশিট বন্ধ খামে অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট এর ১৪ নং আদালতে জমা দেওয়া হয়। রাজস্থানের এটিএসের চার্জশিটেও ওই দুজনের নাম আছে। স্বামী অসীমানন্দ, সুনীল যোশি, সন্দীপ ডাঙ্গে ওরফে পরমানন্দ, রামচন্দর ওরফে রামজী, বিষ্ণু পাটেল প্রভৃতি আর. এস. এস হিন্দু জঙ্গিরা এই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই বিস্ফোরণের আসামী স্বামী অসীমানন্দ অনেকবার নাম বদল করেছেন। বেনামে তার পাশপোর্টও রয়েছে। রেশন কার্ডও রয়েছে। এই স্বামী অসীমানন্দকে ধরতে গোয়েন্দাদের কালঘাম ছুটে গেছে। হুগলীর কামারপুকুরে ছোটবেলায় কাটান। এক সময় শিক্ষকতাও করেছেন এবং পরে সন্যাসী হয়ে যান। দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সাক্ষাতকারে তিনি বলেন যে, ভারতের সামনে দুটি বিপদ, এক নম্বর ইসলামী জেহাদ ও দুই নম্বর ধর্মান্তকরণ। এই কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী নেতা স্বামী অসীমানন্দ আজমীর, মালেগাঁও প্রভৃতি বিস্ফোরণের জড়িত ছিলেন।

এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণেও হিন্দুত্ববাদীদের হাত রয়েছে। যেমন বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণ, শীতলাঘাট বিস্ফোরণ, মুম্বাই বিস্ফোরণ প্রভৃতিতেও হিন্দুত্ববাদীরা সমানভাবের নিজেদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ করেছে। কিন্তু সত্য কোনদিন ধামাচাপা থাকে না। একদিন না একদিন তা প্রকাশ হবেই হবে। আর আমরা জানি এইসব প্রমাণ হয়ে গেছে যে উক্ত বিস্ফোরণগুলি হিন্দুত্ববাদীরাই করেছে।

(SYNOPSIS AND LIST OF DATES

08.09.2006 At about 1350 hrs., four bombs exploded in Malegaon, three bombs in the compound of Hamidiya Masjid and BadaKabarastan and fourth one at MushawaratChowk, killing 31 persons and injuring 312 others. It being a Friday (Jumma) and 'Shab-e- Barat', a day of religious importance, many Muslim devotees had converged to offer Namaz.

Sep/Oct 2006 Initially the local district police had been investigating the case on the correct lines and had found some important clues, but the I.B. suddenly stepped in, in the garb of the then ATS Chief K.P. Raghuvanshi and by totally changing the direction of investigation started picking up innocent Muslim boys on flimsy ground and started fabricating evidence against them.

Dec. 2006 The ATS worked on the theory that some SIMI activists, with the help of two Pakistanis, caused the blast, arrested nine persons and sent chargesheet against them. One of

the accused charged of actually planting one of the bombs was reportedly leading a Friday prayer in a place 700 kms. from Malegaon at the time of the blast and one other had been in the custody of the Mumbai police since four months prior to the blast. The main evidence adduced was in the form of confessional statements of accused while being in police custody, statement of one accused turned approver statements of witnesses under section 165 Cr.P.C., some tickets etc. which could easily be manipulated. Dec. 2006 Following the public out cry the Government ofIndia ordered the transfer of investigation to the CBI on the recommendation of Government of Maharashtra. However surprisingly before the papers and investigation were actually handed over to C.B.I. the ATS hurriedly filed the charge sheet. This was intentional to prejudice the further investigation by C.B.I. Feb. 2010 CBI further investigated the case, but for some unknown reasons stuck to the theory of ATS and filed a supplementary chargesheet on the lines of the ATS chargesheet.

19.02.2007 Bomb blasts took place on 'Samjhauta' Express killing 68 persons and injuring many. The Indian Government, at the instance of the I.B. hinted at the involvement of Pakistani backed terrorist out fits across the order for the blast. March, 2007 The Haryana Police on the basis of a vital clue visited Indore (M.P.) and had almost detected the case, but they had to beat a retreat as the M.P. Police, for some mysterious reasons refused to cooperate with them. Nov. 2008 The involvement of Lt.Col. Prasad Purohit in the Samjhauta Express blast was disclosed during his narco analysis test conducted by Maharashtra ATS Chief Hemant Karkare in connection with the Malegaon blast case 2008, but the I.B. allegedly pressurized Hemant Karkare through the Central Government not to pursue this line saying "This would impair the Centre's credibility internationally, as when the train blast took place, the Centre had blamed Pakistan ISI for the terror strike on the basis of I.B.'s (baseless) insinuations. 18.05.2007 In Mecca Masjid of Hyderabad a bomb blast took place, in which nine persons were killed and many injured. It was found that two bombs with similar timer devices had been planted; one of which exploded and the other remained unexploded. 21.05.2007 The Times of India, Pune, in its issue dated May 21, 2007 reported that one of the SIM Cards used in the Mecca Masjid blast was traced to one Babulal Yadav of Asansol, West Bengal and was obtained on the basis of a forged driving license. The person by that name however was not traced.

Jan. 2008 Maj (Retd.) Ramesh Updhyaya of "Abhinav Bharat" in a meeting held at Faridabad admitted that Mecca Masjid blast is the handi work of "their men" and Lt. Col. Purohit informed that he had been doing the 'operation' to satisfy Israel's precondition of showing something on the ground before rendering help for the cause of "Hindu Rashtra". Nov. 2008 During his narco analysis test in the investigation of Malegaon 2008 blast case Lt. Col. Prasad Purohit reportedly admitted his role in Mecca Masjid blast.

11.10.2007 In the Dargah of KhwajaMainuddinChisti of Ajmer Sharif a bomb was exploded at about 6.15 p.m. when a large number of people had gathered for the "Iftar" (breaking of Ramzan fast) in which three persons were killed and 15 injured. In this case also, the perpetrators had planted two bombs one of which exploded and the other remained unexploded. 15.10.2007 'The Times of India', Pune, in its issue dated October 15, 2007 reported that one of the SIM cards used in the blast had been obtained by using the identity of a well known Ayurvedic Practitioner of Gauhati (Assam). Nov. 2008 Lt. Col. Prasad Purohit of "Abhinav Bharat" in his narco analysis test admitted his role in the Ajmer Sharif blast also.

2007 to 2010 Though absolutely specific and positive clues had been available to the local police within a few days of the incidents in respect of Samjhauta Express, Mecca Masjid and Ajmer Sharif blasts, they were not followed or not allowed to be followed meticulously and were not taken to their logical end. On the other hand the local police started following altogether different lines of investigation such as involvement of Pakistan's ISI in Samjhauta Express blast case or involvement of Bangladesh based HUJI or Jaish-e-Mohammad and their operative 'Bilal' in Mecca Masjid blast case or LeT supported by HUJI and Jaish in Ajmer Sharif blast case with 'Bilal' and one of the victim of the blast SayyedSaleem as main suspects. In Mecca masjid blast case, the police arrested scores of Muslim boys in frivolous and fake cases and tried to extract confession. But they could not succeed and all the boys were acquitted by the trial courts. Apparently the local police had been acting on the tip-offs given by the I.B., which later proved to be absolutely false and given with ulterior motive. Oct. 2010 Later the investigation of Ajmer Sharif case was taken over first by the ATS, Rajasthan and then by the NIA. The ATS filed its supplementary charge sheet in October, 2010 which was broadly endorsed by the NIA later. The NIA also took over the investigation of Samjhuata Express and Mecca Masjid cases did further investigation and filed chargesheet in 2011. In its investigation, the NIA followed the same clues which had been available to the local police in 2007 itself. The NIA investigated the cases impartially and with open mind and filed the chargesheets against totally different persons i.e. those belonging to right wing radical Hindu groups as against the theory of Muslim originations and persons being touted all along. The Samjhuata Express, Mecca Masjid and Ajmer Sharif blasts were tran spired to be the handiwork of the prominent RSS leaders. The plan was originally mooted by Swami Aseemanand and one Sunil Joshi, the head of "Jai Vande Mataram" who was formerly the district RSS Prachar Pramukh of Mahu (M.P.). The plan was executed by Sunil Joshi, with the help of SandeepDange, Devendra Gupta, Lokesh Sharma, Ramji Kalsangra, Pragya Singh Thakur of "Jai VandeMataram" and of Lt. Col. Purihit, DayanandPandey and Sameer Kulkarni of "Abhinav Bharat". All of them were associated with RSS.

Dec. 2010 & Jan. 2011 Swami Aseemanand gave his confessional statement before the Judicial Magistrates in connection with both the Mecca Masjid and Ajmer Sharif blast cases. He broadly corroborated the facts revealed in the NIA's investigation. Moreover, he confessed that the Malegaon 2006 blast was also caused by the same group and categorically stated that the Muslim boys arrested in Malegaon blast case 2006 and Mecca Masjid blast case 2007 were innocent. March, 2011 Consequent to the confessional statement of Swami Aseemanand, the Malegaon blast case of 2006 was handed over to the NIA for further investigation. It reviewed the evidence collected by previous investigation agencies viz ATS and CBI and also collected fresh evidence. Its investigation brought out several new facts in the form of statements and forensic reports. Nov. 2011 When the nine accused in the Malegoan case of 2006 made applications for their release on bail, the NIA decided not to oppose it in view of the new revelations and hence the Special MCOCA court released the accused on bail. 2006 It was not only in the investigation of above mentioned four cases that the I.B. gave wrong inputs to the local police and took the investigation on wrong tracks; it has done it in almost all the blast cases. It is because of this that highly sensitive matters such as the contents of the two laptops recovered by HemantKarkare in the Malegaon blast case 2008, which contained the road map to "Hindu Rashtra", mysterious disappearance of U.S. national Ken Haywood, to whom was traced the e-mail of Ahmedabad blast, the SIM card found with one of the terrorists killed in Batla House (Delhi) encounter having connection with Aurangabad District of Maharashtra, the SIM cards and mobile phones recovered in some other cases, the cordial relations between the then ATS Chief Maharashtra, K.P. Raghuvanshi and the main conspirator and main supplier of RDX Lt. Col. Prasad Purohit etc.

have not been thoroughly inquired into but have been deliberately suppressed for the fear that the whole conspiracy of the right wing radical Hindu groups would be exposed. 2006-2008 Like in Samjhauta Express, Mecca Masjid and Ajmer Sharif blast cases, many important leads disclosed during the early in vestigation in some other cases, viz. Mumbai train blast case 2006, Ahmedabad and Surat bomb case of 2008, Jaipur blast case of 2008 etc have been left unpursued. 2006 to 2008 Such loop holes, were allowed to be kept in the investigation as the local police or the state investigation agencies did not have a free hand in investigation. From day one the I.B. would guide the course of investigation by declaring the involvement of some Muslim outfits and/or persons. It would then give wrong inputs to the state investigation agencies or special teams and force them to manipulate evidence to fit in its theory. The investigation agencies would then illegally detain innocent Muslim boys or arrest them in frivolous and false cases, subject them to inhuman methods of torture, even resort to "encounter" and manipulate evidence such as confession, statements u/s. 165 Cr. P.C., seizure of RDX, arms and ammunition, recovery of Jihadi literature, recovery of lap-tops containing incriminating articles record connecting the person to some terror outfit and so on and would file a chargesheet on the basis of such fabricated evidence.

16.10.2009 After the arrest of 11 operatives of "Abhinav Bharat" in October November, 2008 in the Malegaon blast case 2008, the bomb blasts almost stopped for a year, convincing the people that the earlier blasts were also the handiwork of right wing Hindu radical groups To prove this public perception wrong a radical Hindu terror group "SanatanSansthan" attempted to cause a bomb blast on the eve of Diwali festival on 16th October, 2009 at a place in Margaon (Gao) where a large number of Hindus were to gather. But the bomb went off while being planted killing two terrorist of "SanatanSanthan" and their plan failed.

13.10.2010 This failed attempt was a heavy jolt to the right wing radical groups and their sympathizers but they were not to give up. Within four months there was bomb blast in German Bakery (Pune) on 13.02.2010 killing 17 persons and injuring 56. As the bomb did not explode while being planted, as in the case of Goa blast, the Muslim blame game started. The I.B. and its puppet ATS Maharashtra started a trial and error method of investigation and zeroed in on one HimayatBaig. He was arrested and a chargesheet was filed against him and some other Muslim boys. The chargesheet says that "the bomb was triggered with the help of a mobile alarm triggering device." But there is no mention of the number of the mobile phone, the number of the SIM card, the forensic experts report or for that matter nothing to establish the connection between the blast and the accused.

13.07.2011 There was a blast at Zaveri Bazaar (a diamond market) and some other places in Mumbai. As usual the ATS Maharashtra started the investigation with a prejudiced mind-set and started picking up Muslim boys and grilling them. But this time, NIA was also called for assistance. The NIA started the investigation with open mind. But it did not get any coo-operation from the ATS which refused to disclose anything to NIA and started arbitrarily dismissing the facts revealed by the NIA. Ultimately NIA had to withdraw itself and call all its officers to Delhi. In the whole episode the I.B's role has been very dubious. There is a strong suspicion of its having a nexus with the right wing terrorist groups and pro-"Hindu Rashtra" forces. But over the years it has become such a formidable force that nobody dare touch it with the result not a single I.B. officer has been punished or removed inspite of having a overwhelming evidence against many of them. Even its stooges in the state police are also found to enjoy impunity. Barring some self detected cases like Nanded case of 2006, or Margaon (Goa) case of 2008 or those investigated by the then Maharashtra ATS Chief, Late Hemant Karkare, almost all the blast cases and other terror related cases have been

punished or removed inspite of having a overwhelming evidence against many of them. Even its stooges in the state police are also found to enjoy impunity. Barring some self detected cases like Nanded case of 2006, or Margaon (Goa) case of 2008 or those investigated by the then Maharashtra ATS Chief, Late Hemant Karkare, almost all the blast cases and other terror related cases have been investigated with a biased and prejudiced mind set. There have been umpteen number of cases of utter discrimination where the members of the minority community have been unfairly targeted by law enforcement agencies and those of right wing radical Hindu groups have been treated with kid gloves. It is, therefore, necessary to review all the blast cases and other terror related cases taken place since 2002.

23.01.2012 Hence the present writ petition.)

৫) নানদেড় বোমা বিস্ফোরণ ঃ ৫ এপ্রিল ২০০৬ সালে নানদেড় নামক স্থানে বোমা বিস্ফোরণ হয় । এই বিস্ফোরণে এমনই প্রতিক্রিয়া হয় যে ফলে হিন্দুত্ববাদীদের রহস্য ফাঁস হয়ে যায় এবং ব্রাহ্মন্যবাদী সংগঠনে যুক্ত সন্ত্রাসবাদীরা হাতে নাতে ধরা পড়েন । এই নানদেড়ে বিস্ফোরণ ২০০৬ সালের ৫ এপ্রিল মধ্য রাতে P.W.D.K এর একজন রিটায়ার্ড এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার লক্ষমণ গুন্ডয়া রাজকোডয়ার এর ঘরে মারাত্মক বিস্ফোরণ হয় যাতে দুইজন ব্যাক্তি ঘটনাস্থলেই মারা যায় । এবং তাদের চারজন সঙ্গী আহত হয় । মৃতদের মধ্যে লক্ষমণ গুন্ডয়া রাজকোডয়ার এর পুত্র নরেশ রাজকোঁডয়ার এবং দ্বিতীয়জন বজরঙ্গ দলের কর্মচারী হিমাংসু পানসে ছিল । অন্যদিকে মারুতি কেশব বাঘ, যোগেশ দেশপান্ডে (ওরফে বিদুল্কর), গুরুরাজ টুপটীবার এবং রাহুল পান্ডে নামক চারজন ব্যাক্তি আহত হয় । পুলিশের বরিষ্ঠ অধিকারী ঘটনাস্থলে তদন্ত করতে আসেন এবং এরপর যখন এফ. আই. আর লেখা হয় তখন লোকাল থানায় অ্যাসিস্টেন্ট পুলিশ ইন্সপেক্টর (এ পি আই) পদের জুনিয়ার অধীকারীর দ্বারা আহত ব্যাক্তিদের বায়ানের উপর ভিত্তি করে লেখা হয় । এফ. আই. আর এ বলা হয়েছে, নরেশ রাজকোঁডয়ার যে এই বিস্ফোরণে মারা যায় সে নিজের ঘরে অবৈধভাবে পটকাবাজীর ব্যাবসা করত । বিস্ফোরণের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে মৃত ব্যাক্তি নরেশ রাজকোঁডয়ার এবং মারুতি কেশববাঘ পটকাবাজীর একদম নিকটে ধুমপান করছিল । এই বায়ান অনুযায়ী এটাই মনে হয় যে এটা নিছক একটা দুর্ঘটনা ছিল । কিন্তু এই গল্পটাকে যারা সত্য বানাতে চেয়েছিল তারা একটা মুর্খতা করে বসেছিল যে পটকাবাজীর একটি বড় গুদামঘর যার মূল্য ১২০,০০০ টাকা ছিল, ঘটনাস্থলে রাখাছিল বলে দেখানো হয়েছে । কিন্তু গল্প যারা বানিয়েছিল তাদের মাথায় এতটুকু আসেনি যে যখন প্রশ্ন করা হবে যে পটকাবাজীর ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হওয়া সত্যেও দুইজন ব্যাক্তি মারা গেল আর চারজন ব্যাক্তি ঘায়েল হয়ে গেল এবং ঘটনাস্থলে পটকাবাজীর এত বড় গুদামঘর কিভাবে সুরক্ষিত থেকে গেল এবং তাতে এত বড় শক্তিশালী বিস্ফোরণ হওয়া সত্যেও কিভাবে তার উপর কোন প্রভাব পড়ল না তাহলে এর উত্তর কি হবে ?

পরে তদন্ত করার সময় বিভিন্ন বিষয় সামনে আসে যেমন,

১) নানদেড় বোমা বিস্ফোরণের ধরা অপরাধী পাশের জেলায় আগে যে বিস্ফোরণ হয়েছিল তাতে সে দায়ী ছিল । সেই বিস্ফোরণ ছিল, মুহাম্মাদীয়া মসজিদ, পরভনী (নভেম্বর ২০০৩), কাদেরিয়া মসজিদ, জালনা (আগস্ট ২০০৪) এবং মেরাজুল উলুম মাদ্রাসা/ মসজিদে পুরণা, জেলা পরভনী (আগস্ট ২০০৪)

২) যে বোমা ৫-৬ এপ্রিল ২০০৬ সালে নানদেড়ে আর. এস. এস এর স্বয়ংসেবক নরেশ রাজকোঁডাবার এর ঘরে বিস্ফোরণ হয় যাতে সে নিজে শিকার হয় বাস্তবে সে ঐরাঙ্গাবাদের একটি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ করতে চেয়েছিল । হিমাংসু পানসে এবং মারুতি বাঘ ২০০৪ সালে ঐরাঙ্গাবাদের ঐ মসজিদ এবং তার আসেপাশের এলাকা নিরীক্ষণ করেছিল ।

৩) অপরাধীদের ঘর এবং তাদের অন্যান্য ঠিকানায় পুলিশের খানাতল্লাসীর সময় যা প্রমান পাওয়া যায় তাতে একথা স্পষ্ট হয় যে হিমাংসু পানসে, নরেশ রাজকোঁডাবার, মারুতি বাঘ, যোগেশ বিদুল্কর

(দেশপান্ডে), গুরুরাজ টুস্টেবার, রাহুল পান্ডে, সঞ্জয় চৌধুরী, রামদাশ মুলাঙ্গে এবং লক্ষ্মী রাজকোঁডাবার আর. এস. এস এর বি. এইচ. পি এবং বজরঙ্গ বলের কট্টরপন্থী কর্মচারী এবং স্বয়ংসেবক ছিল ।

৪) হিমাংসু পানসের ঘরে যখন তল্লাসী করা হয় তখন তার বাড়ি থেকে বিভিন্ন রুপ ধারণ করার পোষাক পাওয়া যায়, যেমন - নকল দাড়ি, গোঁফ, মুসলমানদের বিশেষ বেশভূষন ইত্যাদী । এই সব জিনিস ঘটনাস্থলে রুপ পরিবর্তন এবং মুসলমানদের মতো রুপ ধারণ করার জন্য ব্যাবহার করা হতো । (আর যাতে মানুষ বুঝতে পারে তার দ্বারা অপরাধ মুসলমানরাই করেছে ।)

৫) নানদেড় ঘটনার অপরাধী সঞ্জয় পুলিশকে এও বলে যে ২০০৬ সালের মার্চ মাসের সংকট মোচন মন্দিরে, বারানসীতে বোমা বিস্ফোরণের পরে ঐরাঙ্গাবাদ মসজিদে বিস্ফোরণের তারা চক্রান্ত করছিল ।

৬) সঞ্জয়কে গ্রেফতারের পর নানদেড়ের বজরঙ্গ দলের নেতা বালাজী পাখাড়ের ফোন এসেছিল যাতে পাখাড়ে সঞ্জয়কে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেছিল এবং বলেছিল খুব তাড়াতাড়ি তাকে জমিনে ছাড়িয়ে নেওয়া হবে । (তথ্যসূত্র ঃ Who Killed Karkare ? The Real Face of Terrorism in India By S. M. Mushrif/ Page 173, 174, 178, 180)

এছাড়াও হিন্দুত্ববাদীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, যেমন- ১৮ মে ২০০১ সালে ঐরঙ্গবাদের নাগেশ্বরবাড়ি গনেশ মন্দিরের পাশে পাইব বোমা বিস্ফোরণ করে । (লোকমত, ঐরঙ্গাবাদ, ২৪ মে ২০০৬) ২১ সেপ্টেম্বর ২০০3 সালে পরভনী নামক স্থানে মুহাম্মাদীয়া মসজিদে সেই সময় বোমা ফেলে যখন নামাযীরা জুমার নামায পড়ে বাইরে আসছিল তিনজন হামলাকারী মোটর সাইকেলের উপর চেপে এসেছিল এবং বোমা ফেলে পালিয়েছিল । (পি টি আই, ২১ নভেম্বর ২০০৩) ২৭ আগষ্ট ২০০৪ সালে পরভনী জেলার পুরনায় মেরাজুল উলুম মসজিদে বোমা হামলা করে । (তেহেলকা, ২০ নভেম্বর ২০০৯)

৪ জুন ২০০৮ সালে থানের 'গডকারী রঙ্গয়াতন থিয়েটারে' বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় যেখানে মারাঠী নাটক 'অমহী - অচপুতে' দেখানোর কথা ছিল । সেখানে ৭ জন ব্যাক্তি ঘায়েল হয় । পরে পুলিশ বুঝতে পারে এই চক্রান্ত ব্রাম্ভন্যবাদী সংগঠন 'গুরু কৃপা প্রতিষ্ঠান' 'সনাতন সংস্থা' এবং 'হিন্দু জন জাগৃতি সমিতি' এই বিস্ফোরণ ঘটায় । এবং তারাই 'সিনেরাজ হলে' এবং 'ওয়াশী অডিটরিয়াম' এর মধ্যে বোমা রেখেছিল । (কমিউনিজম কমব্যাট, মুম্বাইয়ের জুলাই - আগষ্ট সংখ্যার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের তদন্তে বোঝা যায় মহারাষ্ট্র এবং গোয়ার এই উগ্রবাদী সংগঠনের সম্পর্ক অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গেও আছে ।) এ. টি. এস এই সংস্থায় ছয়জন সদস্যকে গ্রেফতার করে গুরুত্বপূর্ন জানকারী হাসিল করেন যার উপর ভিত্তি করে সিতারা নামক স্থানের মঙ্গেশ নিগম নামক একজন যুবককে গ্রেফতার করে তার ঘর থেকে এবং বাল গঙ্গা নদীর ধার থেকে অধিক পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে । ২০০৮ সালে উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কির পুলিশ আর. এস. এস এরেকজন স্বয়ংসেবক সুরজ নারায়ন ট্যান্ডন নামক একজনকে গ্রেফতার করে যে শহরের ঠাকুরদ্বারা মন্দির ধ্বংস করে হিংসা ছড়াবার চক্রান্ত করছিল । (মিল্লী গ্যাজেট, নতুন দিল্লী, ১৬ - ২১ জুলাই ২০০৮ । ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওয়ে এবং গুজরাটের মোডাসা নামক স্থানে বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ থেকে একটি চরমপন্থী সংগঠন হিন্দু জাগরণ মঞ্চ থেকে বোমা বিস্ফোরণ করানো হয়েছিল যেখানে ছয়জন এবং সমস্ত মুসলমান মারা গিয়েছিল । এই মঞ্চের মূল অফিস ইন্দোরে । (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পুনে, ২৩ অক্টোবর ২০০৮)

এই ঘটনার তদন্ত করার পর বোঝা যায় এই বিস্ফোরণে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন অভিনব ভারত, কিছু সেনা অফিসার এবং কিছু তথাকথিত সাধু সন্তেরও হাত ছিল । এই বোমা বিস্ফোরণের জন্য ব্যাবহারের

জন্য আনা বিস্ফোটক এবং তার ব্যাবহারের নিয়মাবলী থেকে বোঝা যায় সমঝোতা এক্সপ্রেস এবং আজমীরের দরগাহ ছাড়া অন্যান্য বিস্ফোরণের চক্রান্তও এই সংগঠনের ছিল ।

এই ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপুর্ণ বিষয় সামনে আসে । যেমন এই রহস্য উন্মোচন হয় যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন অভিনব ভারতের সদস্যরা ২০০২ সালে সারা দেশে বোমা বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত নিচ্ছিল । ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে মধ্য প্রদেশের পুলিশ ভুপালের রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে দেশি বোমা উদ্ধার করে । ঠিক তার এক বছর পর অনুরুপ একটি বোমা ভুপালের নিকটপর্তী লাম্বাখেড়া নামক স্থান থেকে উদ্ধার করা হয় । দুটি বোমায় তবলীগি জামাআতের বার্ষিক সম্মেলনে (ইজতেমা) শরীক হওয়া লোকেদেরকে নিশানা বানানোর জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছিল । এই সম্মেলনে ৫ লাখ লোক অংশগ্রহন করে । পুলিশ দ্রুত তদন্ত করে বুঝতে পারে এই চক্রান্ত হিন্দুত্ববাদী কর্মচারী রামনারায়ন কালসাঙ্গরাম এবং সুশীল যোশীর হাত ছিল । মহারাষ্ট্রের এ. টি. এসের জানকারী অনুযায়ী দুই চরমপন্থী অভিনব ভারত সংগঠনের গুরুত্বপূর্ন হাত রয়েছে । এই দুজনের বজরঙ্গ দল এবং অন্য এই সম্পর্কীয় সদস্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । (দি হিন্দু, দিল্লী, ২০ নভম্বর ২০০৬)

কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ জানে না তাদের উপর আর কি রকম তদন্ত করা হয়েছিল বা কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল ? সম্ভবতঃ তাদেরকে কোনরকম জেরা না করেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল তা নাহলে তারা পরে মালেগাঁও, মোডাসা, আজমীর, সমঝোতা এক্সপ্রেস, মক্কা মসজিদ এবং অন্যান্য স্থানে বোমা বিস্ফোরণ করতে পারত না ।

আসামের ‘উলফা’ সংগঠনের চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখেবা অভিযোগ করেন যে “বোডো ক্ষেত্রিয় প্রশাসনিক জেলা” (বি. টি. এ. ডি) এর অক্টোবর মাসে যে ৩০ টি বোমা বিস্ফোরণ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আর. এস. এস এর হাত রয়েছে । এই ঘটনায় ১৪০টি (বোমা বিস্ফোরণের ৮৫ জন এবং হিংসাত্মক ঘটনায় ৫৫ জন) ব্যাক্তি মারা যায় । তিনি দাবী করেন যে উলফার কাছে এই কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে । উলফা তাদের মুখপাত্র ‘ফ্রীডম’ এর মধ্যে কয়েক মাস আগে এই কথা বলেছিল যে আর. এস. এস দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ করার জন্য নিজেদের কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দেয় কিন্তু সরকার তাবের উপর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি । (ডি. এন. এ, অন লাইন, ১১ নভেম্বর ২০০৮)

কর্নাটকের হিন্দু চরমপন্থী সংগঠনের নাগরাজ জামবানী নামক একজন ডাকাত একথা স্বীকার করে যে ২০০৮ সালের মে মাসের ১০ তারিখে হুবলী জেলা আদালতে বোমা বিস্ফোরণ সেই করেছিল । রাজ্যে গোয়েন্দা বিভাগের সূত্র অনুযায়ী জামবাগ এবং তার দুইজন সঙ্গী দুর্গে রমেশ পাওয়ার এবং লিঙ্গরাজ লালগর উক্ত চরমপন্থী সংগঠনের সদস্য ।

এই বিস্ফোরণ সেই সময় করা হয় যখন কর্নাটকে বিধানসভা ভোটের প্রথমবার ভোট হচ্ছিল । বিস্ফোরণ সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হয় যেখানে সফদর নাগোরীসহ সিমির অন্য সদস্যের বিচার দুইদিন পর হবার কথা ছিল । যদিও এই ব্যাপরে তদন্ত জারী ছিল কিন্তু জনগণের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছিল যেন এই বিস্ফোরণে সিমির হাত ছিল । (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পুনা, ১৩ জানুয়ারী ২০০৯)

৪ এপ্রিল ২০০৯ সালে মহারাষ্ট্রের বীড জেলার একটি ছোট গ্রাম ঘাটসাবালীতে একটি বোমা বিস্ফোরণ হয় । সেই গ্রামের জনসংখ্যা খুব জোর এক হাজার হবে এবং তাতে ৭০, ৮০ জন মুসলমান ছিল । বিস্ফোরণের খবর পেয়ে পুলিশ তদন্ত করে এবং তিনজন ব্যাক্তি অশোক লান্ডে, মেয়র লান্ডে এবং তুলসীরাম লান্ডেকে গ্রেফতার করে । জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে এবং বলে যে তারা চায়ত না গ্রামে মসজিদ নির্মান হোক সেজন্য তারা গ্রামে বিস্ফোরণ ঘটায় । (মারাঠী সাপ্তাহিক শোধন, ২৯ মে, ৪ জুন ২০০৯) এই বিস্ফোরণে যদিও কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি কিন্তু এর প্রভাব

ছিল ব্যাপক । (তথ্যসূত্র ঃ Who Killed Karkare ? The Real Face of Terrorism in India By S. M. Mushrif/ Page 56-58)

তাহলে দেখুন হিন্দুত্ববাদীরা কিরকম সন্ত্রাসবাদী কার্যলাপে লিপ্ত এবং কি পরিমান তারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে অথচ মিডিয়াতে তাদের ব্যাপারে কোন শোরগোল নেই । আর মাদ্রাসার কোন উস্তাদ (শিক্ষক) বা কোন মাদ্রাসার তালিবে ইলম (ছাত্র) আজ পর্যন্ত কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে নি এবং কোথাও বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়নি তবুও মাদ্রাসাকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে । এই হল আমাদের দেশের অবস্থা ।

আর. এস. এস. ও বজরঙ্গ দলের 'জঙ্গি' প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আর. এস. এস. ও বজরঙ্গ দলের যেসব স্থানে সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তার স্থান নিচে দেওয়া হল,

১) মার্চ ২০০০ : বজরঙ্গ দল নিজেদের সক্রিয় কর্মচারীদের জন্য একটি সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ শিবির মহারাষ্ট্রের পুনায় আয়োজন করে । যেখানে জিলোটিন থেকে কিভাবে বোমা বানানো যেতে পারে এবং তার কিভাবে বিস্ফোরণ করা যায় তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । নানদেড়ের বিস্ফোরণের মাস্টার মাইন্ড হিমাংসু পানসে তাদের 'গ্রুপ লিডার' (Group Leader) ছিল এবং সে পরবর্তীকালে বোমা বানাতে গিয়ে মারা যায় । সেই ক্যাম্পের আয়োজন করেছিল বজরঙ্গ দলের অখিল ভারতীয় শারীরিক শিক্ষা বিভাগ (All India Physical Education Wing) এর প্রধান মিনিন্দ পান্ডে । এর রহস্যের উদ্‌ঘাটন নানদেড়ের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণের সময় হয় ।

২) ২০০১ : আর. এস. এস. ও বজরঙ্গ দলের কর্মচারীরা নাগপুরের ভোঁসালা মিলিটারী স্কুলে একটি ৪০ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে যেখানে ৫৪ জন কর্মকর্তাসহ ১১৫ জন শরীক হয় । তাদেরকে হাতিয়ার চালানো, বোমা বানানো এবং কিভাবে বোমা বিস্ফোরণ করা হয় তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । যারা প্রশিক্ষণ দিয়েছিল তারা কেও প্রাক্তন অথবা বর্তমান কর্মরত সিনিয়ার অধিকারী এবং আই. বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) এর রিটায়ার্ড সিনিয়ার অফিসারও ছিল । এই রহস্য নানদেড়ের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণের সময় তদন্ত করার সময় উদ্‌ঘাটন হয় ।

৩) পুনার সিংহগড় কেল্লার পাশে অবস্থিত আকাঙ্খা রিজোর্টে একটি ক্যাম্প গঠন করা হয় যেখানে বোমা বানানো এবং কিভাবে তা বিস্ফোরণ করা হয় তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । এতে কমপক্ষে ৫০ জন যুবক অংশগ্রহণ করে । 'মিথুন চক্রবর্তী' নামে একজন ব্যাক্তি এই ক্যাম্পের প্রধান ব্যাক্তি ছিল যে শুধুমাত্র সেই যুবকদেরকে বিস্ফোরক পদার্থের ব্যাবহারের প্রশিক্ষণই দেয়নি বরং অন্তিম দিনে সবাইকে অধিক পরিমানে বিস্ফোটক পদার্থ দিয়ে বিদায় করে ।

৩) পুনার সিংহগড় কেল্লার পাশে অবস্থিত আকাঙ্খা রিজোর্টে একটি ক্যাম্প গঠন করা হয় যেখানে বোমা বানানো এবং কিভাবে তা বিস্ফোরণ করা হয় তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । এতে কমপক্ষে ৫০ জন যুবক অংশগ্রহণ করে । 'মিথুন চক্রবর্তী' একজন ব্যাক্তি এই ক্যাম্পের প্রধান ব্যাক্তি ছিল যে শুধুমাত্র সেই যুবকদেরকে বিস্ফোরক পদার্থের ব্যাবহারের প্রশিক্ষণই দেয়নি বরং অন্তিম দিনে সবাইকে অধিক পরিমানে বিস্ফোটক পদার্থ দিয়ে বিদায় করে । যারা এই ক্যাম্পের মধ্যে ট্রেনিং দেয় তাদের মধ্যে আর্মির সেবক ও রিটায়ার্ড অফিসার, পুনার অস্ত্র বিশেষজ্ঞ রাকেশ ধাওয়াড়ে, ক্যামিষ্ট্রির দুইজন প্রোফেসার যার নাম শরদ কুন্দে এবং ড. দেব প্রভৃতিদের নাম বলা হয়েছে । এই তথ্যও নানদেড়ের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণের সময় তদন্ত করার সময় উদ্‌ঘাটন হয় ।

৪) ১৫ই মে ২০০২ : সঙ্ঘ পরিবারের ১৫ থেকে ৪৫ বছরের বয়সের মধ্যে ১৫৩ কর্মচারীরা পুনা শহরে ২১ দিনের একটি ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে । খাকী নেকর পরিধান করে এই কেডাররা 'হিন্দু রাষ্ট্রের' মধ্যে আবশ্যিক লাঠি, যোগ, খো খো, কবাডি ছাড়াও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা অভ্যাসসহ সব কিছুর শিক্ষা দেওয়া হয় । এই যুদ্ধের ক্যাম্প বন্ধের দিনে আয়োজন করা হয় এতে কেউ বাইরে বেরুবার অনুমতি ছিল না এবং আগে থেকে না জানিয়ে কেউ ভিতরেও প্রবেশ করতে পারত না । সেই সময় সমগ্র দেশের অন্যান্য ৭১টি স্থানে ঠিক এই রকম ক্যাম্প লাগানো হয় । মহারাষ্ট্রের লাতুরে ৪৫ থেকে ৬০ বছরের বয়স্ক লোকেদেরকেও এক বিশেষ ক্যাম্পে সিনিয়ার সিটিজেন বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । (পুনে নিউজ লাইন [ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস] ১৫ই মে ২০০২) ।

৫) ৩১ মে ২০০২ : বজরঙ্গ দলের সদস্যরা এক সপ্তাহের একটি ট্রেনিং ক্যাম্প ভূপালের (মধ্য প্রদেশ) মধ্যে আয়োজন করে যাতে ১৫০ জন কর্মচারীকে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । বলা হয়েছিল এই ক্যাম্প যুবকদেরকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লড়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । (দ্য টাইম্‌স আফ ইন্ডিয়া, পুনে, ৩১ মে ২০০২)

৬) ১৮ মে ২০০৩ : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহিলা কর্মচারীদের জন্য মুম্বাইয়ে ১৭ মে ২০০৩ সালে একটি শারীরিক শিক্ষার ক্যাম্প গঠন করা হয় যাতে যুবতীদেরকে জুড়ো কেরাটের সঙ্গে চাকু চালানো এবং তরবারীর মাধ্যমে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । (সান্ডে দ্য টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া, ১৮ মে ২০০৩) ।

৭) ৩১ মে ২০০৩ : আর. এস. এস এর মহিলা কর্মচারীদের জন্য কানপুরে ২৫ মে অল ইন্ডিয়া ট্রেনিং প্রোগ্রাম এর শিবির শুরু হয় । যাতে কমপক্ষে ৭০ জন যুবতীদেরকে রিটায়ার্ট সেনা অফিসাররা রাইফেল লোড করা, নিশানা লাগানো এবং গুলি চালানোর ট্রেনিং দেয় এবং জুডো ট্রেনার্সরা তাদেরকে মার্শল আর্টসের ট্রেনিং দেয় । উত্তর প্রদেশের বেশ কয়েকটি শহরেও এই রকম ৬ টি ক্যাম্প লাগানো হয় । সারা দেশে এই রকম ৭৩ টি শহরে ক্যাম্প লাগানো হয় । (সান্ডে এক্সপ্রেস, পুনে, ১ জুন ২০০৩)

৮) ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮ : বজরঙ্গ দলের লোকেরা যুবকদের নিয়ে 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য' ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনদিনের একটি ক্যাম্পের আয়োজন করে যার জন্য পুলিশের কাছে কোন অনুমতি নেই নি । এই শিবিরে মুম্বাইয়ের ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবকরা অংশগ্রহণ করে । লাঠি, তলোয়ার এবং এয়ার রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । তারা ঠিক সেইরকম ভাষনে এবং চর্চায় অংশগ্রহণ করে যাতে তাদের মস্তিস্কে এমন ধারণা ঢোকানো হয় যে সন্ত্রাসবাদের জন্য ইসলামী জিহাদ কিরকম দায়ী । (এশিয়ান এজ, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ এবং দ্য মিল্লী গ্যাজেট ১৬-৩১ জানুয়ারী ২০০৯) (তথ্যসূত্র ঃ 'Who Killed Karkare ? The Real Face of Terrorism in India' By S. M. Mushrif/ Page 56-58)

তাহলে দেখুন হিন্দুত্ববাদীরা কিরকম সন্ত্রাসবাদী কার্যলাপ শিক্ষা দিচ্ছে অথচ মিডিয়াতে তাদের ব্যাপারে কোন শোরগোল নেই । আর মাদ্রাসাতে আজ পর্যন্ত কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়না তবুও মাদ্রাসা তাদের কাছে চক্ষুশূল ।

হিন্দুত্ববাদীদের যেসব স্থানে অস্ত্র পাওয়া গেছে

১) ১২ ডিসেম্বর ২০০৬ : নাসিক পুলিশ শহরের পাশে একটি গাড়ি থেকে ৫০ ডিটোনিটার, জিলোটিনের ছড়ি, ১১টি বাক্স এবং পাঁচ টিন অ্যামোনিয়াম উদ্ধার করে । বোঝা যায় এইসব বিস্ফোরক সামগ্রিক বজরঙ্গ দলের । (মারাঠী সাপ্তাহিক সোধন, মুম্বাই, ৪ - ১০ জুলাই ২০০৮) ।

২) ২০০৬ : আহমদাবাদ জেলার একটি গ্রামে শঙ্কর সেলকে নামক একটি ব্যাক্তির ঘরে ১৫ কেজি আর. ডি. এক্স পাওয়া যায় । পরে এই শঙ্কর নামক ব্যাক্তি রহস্যময়ভাবে মৃত পাওয়া যায় । (মারাঠী সাপ্তাহিক সোধন, মুম্বাই, ৪ - ১০ জুলাই ২০০৮) ।

৩) পুলিশ পাথারী নামক স্থানে আহমদাবাদ জেলার একটি চিনি কারখানায় অধিক সংখ্যক বিস্ফোরক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে । (মারাঠী সাপ্তাহিক সোধন, মুম্বাই, ৪ - ১০ জুলাই ২০০৮) ।

৪) ১৪ অক্টোবর ২০০৬ : পুলিশ ঐরঙ্গাবাদ জেলায় চিকল থানায় আডগাঁও গ্রামের প্রধানের ঘরে সাড়ে চার কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ১৮৬ টি জিলোটিনের ছড়ি এবং ৫৬৬ ডিটোনেটার বাজেয়াপ্ত করে । (মারাঠী সাপ্তাহিক সোধন, মুম্বাই, ৪ - ১০ জুলাই ২০০৮) ।

৫) ২০০৬ : ঐরাঙ্গাবাদ - মুম্বাই হাইওয়ে এর উপর অবস্থিত একটি ক্লাবে পুলিশ লক্ষণ জয়বন্ত নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে ২০ কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও ১৮টি জিলোটিন বাজেয়াপ্ত করে । (মারাঠী সাপ্তাহিক সোধন, মুম্বাই, ৪ - ১০ জুলাই ২০০৮) ।

৬) ২০০৭ : লাতুর জেলার পুলিশ সাতজন যুবকের নিকট থেকে ১৪ লাখ ৭২ হাজার টাকা মূল্যের অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং জিলোটিনের ছড়ি বাজেয়াপ্ত করে । সেই যুবকদের নাম হল বিকাশ মওয়াড়, কৈলাশ, বিনোদ, ধনঞ্জয়, নিতীশ, মহেশ এবং গনেশ । (মারাঠী সাপ্তাহিক সোধন, মুম্বাই, ৪ - ১০ জুলাই ২০০৮) ।

৭) ৩১ অক্টোবর ২০০৮ : পুলিশের বোমা অনুসন্ধানকারী ও নিষ্ক্রিয়কারী দল নতুন মুম্বাইয়ের ‘বাশী অ্যাডিটোরিয়াম’ এ একটি বোমার অনুসন্ধান করে তাকে নিষ্ক্রিয় করা হয় এবং পরে তদন্ত করে বোঝা যায় এই বোমা ব্রাম্ভন্যবাদী সংগঠনের লোকেরা রেখেছিল । (কমিউনিজম কমব্যাট, মুম্বাই, জুলাই এবং আগস্ট ২০০৮)

৮) ১৭ আগস্ট ২০০৮ : মালেগাঁও পুলিশ একটি ভবনে বেসমেন্টে অবস্থিত একটি প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবে খানাতল্লাসী করে সেখান থেকে ৫ টি আর ডি. এক্স বোমা, ৩টি আর ডি. এক্স বোমার পুরাতন খোলা, একটি পিস্তল, একটি ল্যাপটপ, একটি স্কেনার, দুটি মোবাইল ফোন, এক হাজার টাকার চারটি জাল নোট এবং পাঁচ হাজার টাকার নগদ পয়সা বাজেয়াপ্ত করে এবং তিনজন ব্যাক্তি নিতীশ অশিরে, সাহিবরাও ধুরবে এবং জিতেন্দ্র খেমাকে গ্রেফতার করে যাদের সম্পর্ক কোন একটি অজানা সংগঠনের সঙ্গে ছিল । (মিল্লী গ্যাজেট, নতুন দিল্লী, ১-১৫ মে ২০০৮)

৯) ৪ এপ্রিল ২০০৮ : কোলহাপুর জেলার আজারার পাশে পুলিশ দুইজন যুবক ‘আওলিবর বারদেশকর’ এবং ‘দত্তা শঙ্কর পচাওয়াডেকর’ কে সেই সময় গ্রেফতার করে যখন সে একটি মোটরসাইকেলে ৩৫টি দেশী বোমা, একটি বন্দুক এবং কিছু কারতুস নিয়ে যাচ্ছিল । (দৈনিক পুধারী, কোলহাপুর, ১১ এপ্রিল ২০০৮)

১০) জুলাই আগস্ট ২০০৮ : আর. এস. এস এর সহযোগী সংগঠন রাষ্ট্রীয় হিন্দু সেনার প্রমোদ মুথালিক ব্যাঙ্গালোরে ‘সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সংস্থা’ গঠন করে যাতে ব্যাঙ্গালোর থেকে ১৫০ জন এবং সমগ্র রাজ্য থেকে ৭০০ জন ব্যাক্তিকে ভর্তী করা হয় । মুথালিক দাবী করে যে সে অ-সরকারী সেনা রাজ্য থেকে সন্ত্রাসকে খতম করার জন্য সেনা গঠন করেছে । (পুনে মিরর, ২৩ আগস্ট ২০০৮)

প্রমোদ মুথালিক শ্রীরাম সেনারও প্রাধান । সে দাবী করে তার আত্মঘাতী সংগঠনে এই পর্যন্ত ১১৩২ জন হিন্দ নওজোয়ান আত্মঘাতী বোমা হিসাবে ভর্তী হয়েছে । শ্রীরাম সেনার আত্মঘাতী সংগঠনের এই বোমারুদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য (Brain Washing) ম্যাঙ্গালোর, বেলগাঁও এবং সামোগার মধ্যে গোপন ট্রেনিং ক্যাম্প লাগানো হয়েছে । (মিল্লী গ্যাজেট, নতুন দিল্লী, ১-১৫ নভেম্বর ২০০৮)

১১) ২ আগস্ট ২০০৮ : উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার পুলিশ সাধুবাবার রুপ ধারন করা এক ব্যাক্তিকে ঠিক সেই সময় গ্রেফতার করে যখন সে নিজের থলির মধ্যে কারুগর বোমা নিয়ে আদালতের আশে পাশে ঘোরাঘুরি করছিল । অভিযুক্তের নাম বলা হয়েছে “সন্ত নানকৌব দাস ।” (মিল্লী গ্যাজেট, নতুন দিল্লী, ১-১৫ নভেম্বর ২০০৮)

১২) ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ : দক্ষিন কন্নড়ের ক্রাইম ব্রাঞ্চ কর্নাটকের ম্যাঙ্গালোরে দুরেশ কামথ নামক এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে । সে পতুরের একটি নিজস্ব ব্যাবসার জন্য অধিক সংখ্যক জিলোটিনের ছড়ি, ডিটোনিটার এবং অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য সামগ্রী অবৈধভাবে জমা রেখেছিল । (মিল্লী গ্যাজেট, নতুন দিল্লী, ১-১৫ নভেম্বর ২০০৮)

১৩) ৩ অক্টোবর ২০০৮ : পুনা জেলার টালেগাঁও ধাবড়ের দশেরার অবসরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরঙ্গ দল একটি সশস্ত্র রৈলীর আয়োজন করে যেখানে অল্প বয়স্ক ছেলেদের তলোয়ার, লাঠি এবং উঠিয়ে ছিল । (দৈনিক লোকমত [হেলো পুনে], পুনে, ৪ অক্টোবর ২০০৮)

ঠিক সেই রকম একটি রৈলী মহারাষ্ট্রের অন্যান্য স্থনেও বের করা হয় যেখানে তরবারী, লাঠি, ত্রিশূল প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক শ্লোগান লাগানো হয় । সব থেকে বড় রৈলী সাঙ্গী থেকে বের করা হয় যাতে পাঁচ হাজারের অধিক লোক অংশগ্রহণ করে ।

১৪) ৯ নভেম্বর ২০০৮ : সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পেরে তদন্ত করার সময় পুলিশ মহারাষ্ট্রের জালনা জেলার বদনাপুরের একটি গ্রাম মাজারগাঁও গ্রামে ৭টি জীবিত বোমা উদ্ধার করে । সেই বোমাগুলি এতোই শক্তিশালী ছিল যে শত মিটার দুর পর্যন্ত বিধ্বস্ত করতে পারত । এই মামলায় এ. টি. এস পুনার রাজেশ দত্ত তাতারিরা এবং নানদেড়ে মারুতি বাঘকে গ্রফতার করে । (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পুনা, ইন্ডিয়া ইনফো ডট কম, পি টি আই, ১১ নভেম্বর ২০০৮)

১৫) বর্ধা নামক স্থানে দীপাবলির সময় উপহারস্বরুপ কিছু প্যাকেট বোমা পাঠানো হয় । এই ব্যাপারে পুলিশ চারজন ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে ।তাদের নাম যথাক্রমে, চিন্টু ওরফে মহেশ থাওয়ানী, জিতেশ প্রধান, প্রকাশ চাওলা এবং অজয় জীওতাড়ে । কিন্তু তাদের দলের নেতা বান্টু তেলেগোটে ওরফে ‘লাডন’ পলাতক । (দৈনিক ভাস্কর, ৩ নভেম্বর ২০০৭)

১৬) ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ : মুম্বাই থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত কস্বা পারবেলের নিকট ‘সিনেরাজ সিনেমাহলে’ হিন্দি সিনেমা ‘যোধা আকবর’ দেখার সময় বোমা রাখা হয় । (কমিউনিজম কমব্যাট, মুম্বাই, জুলাই এবং আগস্ট ২০০৮) (তথ্যসূত্র ঃ Who Killed Karkare ? The Real Face of Terrorism in India By S. M. Mushrif/ Page 58-68)

তাহলে দেখুন হিন্দুত্ববাদীরা কি পরিমাণ দেশে সন্ত্রাস ছড়াবার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ও বোমা-বারুদ রাখে ? অথচ ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিয়া ও প্রশাসন তাদেরকে নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করে না এবং হিন্দু সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসবাদী ও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলে না অথচ কোন ইসলামী সংগঠন কোন

কার্যকলাপে দায়ী না হলেও তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করা হয় এবং যে মাদ্রাসায় কুরবানীর সময় গরু জবাই করার জন্য একটি ছুরিও পাওয়া যায় না সেই মাদ্রাসাগুলিকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বা সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় ঘর বলে ফলাও করে প্রচার করা হয় । কেননা, প্রশাসনও হিন্দুদের হাতে, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিও হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত ও মিডিয়াও ব্রাম্ভন্যবাদীদের নিয়ন্ত্রনে । তাহলে নিজেদের সম্পর্কে তারা সমালোচনা করবে কেন ?

বোমা বানাতে গিয়ে যেসব হিন্দুত্ববাদী মারা গেছে

বিভিন্ন স্থানে বোমা বানাতে গিয়ে যেসব হিন্দুত্ববাদীরা বিস্ফোরণে মারা গেছে তার বর্ণনা নিচে দেওয়া হল,

১) ১৭ নভেম্বর ২০০৮ : ঔরাঙ্গাবাদের খড়কেশ্বর মহাদেব মন্দির এবং নিরালবাগ এলাকার বি. এইচ. পি অফিসে পাইপ বোমা বিস্ফোরণ হয় । (লোকসত্তা ওয়েবসাইট, ২৪ মে ২০০৬ এবং লোকমত, ঔরঙ্গবাদ, ১৭ নভেম্বর ২০০২) এপ্রিল মাসের ২০০৬ সালে নানদেড়ে বোমা বিস্ফোরণে আর. এস. এস এবং বজরঙ্গ দলের দুইজন কর্মচারী বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে যায় এবং ঘটনাস্থলে মারা যায় । ঘটনাস্থলে পুলিশ পাইপ বোমা উদ্ধার করে এবং ঔরাঙ্গাবাদে বোমা বিস্ফোরণের সাথে তার অসাধারণ সাদৃশ্য দেখতে পায় । (লোকমত, ঔরঙ্গবাদ, ২৪ মে ২০০৬)

২) ৬ এপ্রিল ২০০৬ : রাত ১ : ৩০ সময় আর. এস. এস এর স্বয়ংসেবক রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার 'লক্ষমণ রাজকোঁডাবার' এর ঘরে নানদেড়ের মধ্যে ভয়ঙ্কয় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে ফলে তার ২৯ বছর বয়সী পুত্র নরেশ রাজকোঁডাবার এবং বজরঙ্গ দলের নেতা হিমাংসু পানসে মারা যায় এবং তার অন্য তিনজন সাথী ঘায়েল হয় এবং রাহুল নামের এক সাথী বেঁচে যায় যাকে পুলিশ পরে গ্রেফতার করে । এই বিস্ফোরণ সেই সময় হয় যখন তারা বোমা বানাচ্ছিল ।

৩) ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ : নানদেড়ে একটি রহস্যময় বোমা বিস্ফোরণে ২৪ বর্ষীয় 'পান্ডুরাং ভগবান অনিল কান্থবান' মারা যায় এবং তার সাথী দয়ানেশ্বর মানিকরাও গোনেবার (বয়স ৪০ বছর) মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় । বলা হয়েছে এই দুজনেই বজরঙ্গ দলের । (দ্য টাইম্স অফ ইন্ডিয়া, পুনে, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৭)

৪) ১১ অক্টোবর ২০০৭ : মহারাষ্ট্রের যবতমাল জেলার একটি গ্রামে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে আর. এস. এস এর একজন কর্মচারী ডাক্তর বাফনা মারা যায় । (মারাঠী সাপ্তাহিক শোধন, মুম্বাই, ৪-১০ জুলাই ২০০৮)

৫) ২৪ আগষ্ট ২০০৮ : উত্তর প্রদেশের কানপুরে বজরঙ্গ দলের দুইজন কর্মচারী রাজীব মিশ্রা এবং ভোপেন্দর সিং সেই সময় বোমা বিস্ফোরণের মারা যায় যখন তারা ঘরের মধ্যে বোমা বানাচ্ছিল । কানপুর জোনের আই. জি পুলিশ এ. কে সিং সংবাদপত্রকে জানান যে তদন্তে বোঝা গেছে তারা বৃহৎ সংখ্যায় বোমা বিস্ফোরণের চক্রান্ত করেছিল । পুলিশ অধিক সংখ্যক বিস্ফোরক দ্রব্য ছাড়াও ডায়রী এবং মুসলিম বহুল এলাকা ফিরোজাবাদের কবরস্থানের হাতে বানানো কক্সা উদ্ধার করে । (আউটলুক, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮, কমিউনিজম কমব্যাট, মুম্বাই, সেপ্টেম্বর ২০০৮) এই ঘটনার তদন্তের সময় উত্তর প্রদেশের এ. টি. এফ বুঝতে পারে এই বিস্ফোরণের মারা যাওয়া বজরঙ্গ দলের কর্মচারী মিশ্র ও ভুপেন্দর এই ঘটনার দুই মাস আগে মুম্বাইয়ের দুটি নম্বরে অনেকবার ফোন করেছে । পরে বোঝা যায় দুটি সিমকার্ড জালী নামে নেওয়া হয়েছিল । পুলিশ মোবাইল কোম্পানীর কাছ থেকে এদের কথাবার্তার বিস্তারিত জানার জন্য চেষ্টা করছে । পুলিশের কথা অনুযায়ী যত পরিমান বিস্ফোরক দ্রব্য মিশ্রার ঘরে পাওয়া গেছে তাতে সে গুজরাট ও ব্যাঙ্গালোর ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট । (দ্য টাইম্স অফ ইন্ডিয়া, ২৯ অক্টোবর ২০০৮)

৬) ১০ নভেম্বর ২০০৮ : কেরলের কন্নুর জেলায় আর. এস. এস. এর দুইজন সদস্য বোমা বানাবার সময় বিস্ফোরণে মারা যায় । দ্বিতীয় দিনে এলাকায় তদন্ত করার সময় মুস্কিলভাবে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ২০০ মিটার দুরে অবস্থিত বিজেপি নেতা প্রকাশনের ঘরে ১৮টি দেশি বোমা উদ্ধার করে । (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পুনে, ১১ নভেম্বর, এবং দ্য টাইম্স অফ ইন্ডিয়া, পুনে, ১৩ নভেম্বর ২০০৮) (তথ্যসূত্র ঃ Who Killed Karkare ? The Real Face of Terrorism in India By S. M. Mushrif/ Page 58-68)

বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে হিন্দুত্ববাদীরা মারা গেছে অথচ এতে কোন শোরগোল নেই কিন্তু বর্ধমানের খগড়াগড়ের বিস্ফোরণে একজন হিন্দু স্বপন মন্ডল সহ একজন মুসলমান মারা গেছে তাতেও মিডিয়া মাদ্রাসাকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া হিসাবে তুলে ধরেছে ।

সত্য সেলুকস ! কি বিচিত্র এই দেশ !

হেমন্ত কারকারের হত্যাকারী কারা ?

মুম্বাইয়ের ২৬/১১ হামলা ও মহারাষ্ট্র পুলিশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের প্রধান হেমন্ত কারকারেকে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিরা খুন করেন । এরকম ধারণা করেছিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দিগ্বিজয় সিং । তিনি '২৬/১১ - একটি আর. এস. এস. ষড়যন্ত্র ?' নামে একটি বই লিখে তা তার এই সন্দেহের প্রকাশ করেছিলেন । তিনি মন্তব্য করেন, নিহত এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারে নিহত হওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তাঁকে ফোন করে জানিয়েছিলেন যে হিন্দু মৌলবাদীরা তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছ । মালেগাঁও বিস্ফোরণে জড়িত থাকার কারণে প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে হেমন্ত কারকারে গ্রেফতার করেছিলেন । তাঁর গ্রেফতারে দেশ জুড়ে হই চই পড়ে যায় । হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিদের যাতে এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা হেমন্ত কারকারেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন । তাজ হোটেলে জঙ্গি হামলা থামাতে যাওয়ার লক্ষ্যে বেরিয়েছিলেন এই হেমন্ত কারকারে । পথিমধ্যেই তাকে হত্যা করা হয় ।

দিগ্বিজয় সিং হেমন্ত কারকারেকে আর. এস. এস.রা হত্যা করার আশঙ্কা করেছিলেন তার প্রমাণও তিনি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন । তিনি দিল্লীর সাংদাবিক বৈঠকে হেমন্ত কারকারের ফোনের কললিষ্ট তুলে দেন । এই কললিষ্ট দেওয়ার ফলে মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আর. আর. পাতিলের দাবীকেও উড়িয়ে দেন । পাতিল বলেছেলেন, দিগ্বিজয়ের ওই মন্তব্যের সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই । B.S.N.L -এর দেওয়া ওই কললিষ্টে দেখা যাচ্ছে দিগ্বিজয় তাঁর B.S.N.L নম্বর ০৯৪২৫০১৫৪৬১ থেকে মহারাষ্ট্র এ.টি.এস (ATS/Anti Terrorist Squad) - এর ০২২-২৩০৮৭৩৩৬ নম্বরে ফোন করে প্রায় ৬ মিনিট কথা বলেন । দিগ্বিজয় সিং সাংবাদিকদের কাছে দাবী করেন যে মালেগাঁও বিস্ফোরণ কান্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে আর. এস. এস. এর এক ঝাঁক নেতার হদিস পান যারা ওই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে পুলিশের ধারণা । তিনি বলেন, মুম্বাই হামলার সঙ্গে পাক জঙ্গি সংগঠনের যোগসাজিস ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু দেশের বেশ কয়েকটি সিরিয়াল বিস্ফোরণ গোয়েন্দাদের নযর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় । দিগ্বিজয় সিং আরও বলেছেন, মধ্যপ্রদেশ পুলিশ বিভিন্ন ক্ষেত্র বিভিন্ননাশকতার সঙ্গে জড়িতদের ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছে । সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "যখনই কারকারে মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্ত করতে গিয়ে অনেককে চিহ্নিত করে ফেলেন, তখনই দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় । একমাত্র বারাণসী ও পুনের বিস্ফোরণ ছাড়া ।" তদন্তে নেমে কারকারে সংঘ পরিবার অনুগামী অভিনব ভারত নামে এক সন্ত্রাসী হিন্দুবাদী সংগঠনের যোগ খুঁজে পান । তারপর থেকেই হেমন্ত কারকারে হিন্দুত্ববাদীদের রোষানলে পড়েন । দিগ্বিজয় সিং আরও বলেন, বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে থাকা স্বামী অসীমানন্দ ২০০৭ সালে শর্বরীধামে আর. এস. এস. নেতা সুদর্শন, মোহন ভাগবত - সহ অনেককে একসঙ্গে জড়ো করেন । আশ্চর্যের বিষয়, যে 'অভিনব ভারতের পান্ডা'রা ধরা পড়তেই দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলা ব্যাপকভাবে কমে যায় । মুসলমানদের জানমালের ধ্বংস কমে গেছে । ভারতীয় মুসলমানদের বড় উপকার করেছেন দিগ্বিজয়

সিং ও প্রয়াত এটিএস (ATS/Anti Terrorist Squad) প্রধান হেমন্ত কারকারে । এখন প্রশ্ন হল, হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা কি হেমন্ত কারকারে হত্যার জন্য মুম্বাই হামলার মতো সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ?

মুম্বাই হামলার সময় এ টি এস প্রাধান হেমন্ত কারকারেকে হত্যা করার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা আই. বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) এর ষ্টক থেকে সন্ত্রাসবাদীদেরকে স্কাডা কার দিয়ে সহযোগিতা করা হয়েছিল । হেমন্ত কারকারে মুখ্য কন্ট্রোল রুমে ১১টা বেজে ২৪ মিনিটে এবং ১১টা বেজে ২৮ মিনিটে ফোন করেছিলেন । তিনি সংকেত দিয়েছিলেন যে এ টি এস, কিউ আর টি টীম এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চ, এস বি সাইডে অর্থাৎ কামা হাসপাতালের পিছনের দরজার দিকে যাতে ফোর্স পাঠানো হয় কেননা ফাইরিং এবং বিস্ফোরণ হাসপাতালের ভিতরে জারী ছিল । কন্ট্রোল রুম তাঁর এই সংবাদ ১২টা বেজে ৩০ মিনিটে পুষ্টি করে । শ্রীমতি বিনীতা কামটে 'টু দ্য লাষ্ট বুলেট' (To The Last Bullet) নামক বইয়ে লিখেছেন, "রাত ১১টা বেজে ৩৩ মিনিটে কন্ট্রোল রুম থেকে শেষ জবাবের পরে মি. কারকারের কাছে আর কোন জবাব আসেনি এবং ১৫ মিনিটের অধিক সময় পর্যনন্ত নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেছিল ।" (পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫)

হেমন্ত কারকারে ১১টা বেজে ৫ মিনিট পর্যন্ত কামা হাসপাতালে ছিলেন এবং ১ ঘন্টার অধিক সময় পর্যন্ত হাসপাতালের সামনে কোন ফোর্স পাঠানো হয়নি । অথচ কন্ট্রোল রুম থেকে সেই জায়গা কেবল কিছু মিনিটের দুরে ছিল । সুতরাং বোঝা যাচ্ছে হেমন্ত কারকারেকে হত্যা করার জন্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠন থেকে শুরু করে কন্ট্রোল রুমের কর্মচারীরা পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল । যেহেতু কারকারে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের রহস্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন এবং হিন্দুত্ববাদী নেতাদেরকে গ্রেফতার করেছিলেন ।

তাহলে সকলে আসুন, মালেগাঁও বিস্ফোরণ, আজমীর বিস্ফোরণ, সমঝোতা বিস্ফোরণ, হায়দ্রাবাদের মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণকান্ডের মূল সন্ত্রাসবাদী, স্বামী অসীমানন্দ, প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, মালগান্ডা পাতিল, যোগেস নায়েক, গোয়েল বিনয় তালেকর, বিনায়ক পাতিল, ধনঞ্জয় আস্টেকার, দিলীপ মনগাঁওকর, প্রশান্ত জুভেকার, সারভ আকোলকার, জয়প্রকাশ রুদ্র পাতিল, প্রশান্ত আস্টেকার, ইন্দ্রেশ কুমার, সুনীল যোশি, দেবেন্দ্র গুপ্ত, লোকেশ শর্মা, চন্দ্রশেখর, মৈয়াংক, হর্ষদ সোলাংকি, মেহুল, মোহন, আনন্দরাজ কাটরে, বাসুদেব পারমার, সন্দীপ ডাঙ্গে, রামচন্দর, বিষ্ণু পাটেল, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা আই. বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো), মুখ্য কন্ট্রোল রুমের কর্মচারীরা যারা (সন্ত্রাসবাদীর) হেমন্ত কারকারেকে খুন করেছে তারা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি ।

আই. এস. আই এর এজেন্ট এখন হিন্দুত্ববাদীরা

বেশ কয়েক দশক ধরে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, ভারতের রাজনৈতিক নেতা, মিডিয়া ও গোয়েন্দা এজেন্সি প্রভৃতিরা এই জিগির তুলেছিল যে ভারতের মুসলমানদের অধিকাংশই পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই. এস. আই (ISI/Inter Service Intelligence) এর এজেন্ট । এই ভুয়া দাবী প্রমান করার জন্য তারা ভারতের অনেক বেসরকারী বা খারিজী মাদ্রাসায় হানা দেয় এবং মুসলমানদেরকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করে । খুব বেশি দিনের কথা নয়, যেদিন রাতের অন্ধকারে পুলিশ বাহিনী আই. এস. আইয়ের এজেন্টের সন্ধানে 'নাদওয়াতুল উলামা' লক্ষ্ণৌ-এর ক্যাম্পাসে হানা দেয় । এই হল দেশের বিখ্যাত ও সম্মানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা । তাহলে ছোট ছোট মাদ্রাসার মুসলিম ছাত্র ও শিক্ষকদের উপর কি ঘটছে তার অনুমান নিজেই করতে পারেন । বিগত কয়েক বছর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কথাবার্তা থেকে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে যে, পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রচুর মাদ্রাসা স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায় । এবং এই বাহানায় তারা মাদ্রাসার উপর নযরদারী করতে চায় । শুধু তাই নয় এমনকি দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা মাগরুবুর রহমানকে একের পর এক নিজের নিরপরাধের কসম খেতে হয়েছে ।

এইভাবে হাজার হাজার মুসলমানকে আই. এস. আইয়ের (ISI/Inter Service Intelligence) এজেন্ট বলে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন মাদ্রাসার শিক্ষক বা ছাত্রকে তারা আই. এস. আইয়ের এজেন্ট বলে প্রমাণ করতে পারেনি । কিন্তু যখন হায়দ্রাবাদে মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ ঘটার পর সি.বি.আই (CBI/Central Bureau of Investigation) এর তদন্তে আর. এস. এস. (RSS/Rastriya Sayam Sevak Samgha) এর কর্মী ইন্দ্রেশ কুমার স্বীকার করে যে সে আই. এস. আইয়ের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে । এমনকি সে স্বীকার করে যে মালেগাঁও বিস্ফোরণের জন্য আই. এস. আইয়ের এজেন্টের কাছ থেকে অর্থও পেয়েছিল ।

সুতরাং এখন প্রমাণ হচ্ছে যে আই. এস. আইয়ের প্রকৃত এজেন্ট হল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো । তারা নিজেদের দোষ ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই মুসলমানদের নামে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করে ।

নিচের ইংরেজী প্রতিবেদনগুলি পড়ুন তাহলে বুঝতে পারবেন কারা আই. এস. আই এর প্রকৃত এজেন্ট ।

1) December 27 : Hyderabad, December 27 : Central Bureau of Investigation probing into the Makkah Masjid blast case has learnt Makkah Masjid case supect Indress kumar had relations with Pakistan's secret agency ISI (Inter Service Intelligence).

Indress kumar was said to be holding an important post 'marg darshak' in an organization Muslim Rashtriya Manch. His work was to enlighten Muslims with the idsology of RSS and persuade them to join Sangh Parivar. CBI (Central Bureau of Investigation) has also learnt that Indress kumar was a salaried agent of Pakistani's ISI prior to the Malegaon blast. CBI source told that Indress kumar was getting salary from Pakistan's secret agency ISI since ling. (Refference: Siasat News/Link :-
http://www.siasat.com/english/news/rss-leader-indresh-kumar-salaried-agent-isi)

2) Mumbai, Feb 18: RSS leader Shyam Apte has alleged two RSS leaders, including general secretary Mohan Bhagwat were founded by Pakistan's ISI, Malegaon blast accused Dayanand Pandey said in his confessional statement to the police. "In August 2008, I had gone to Pune where I met with RSS leader Shyam Apte who told me about (Indresh) Kumar (Muslim wing leader of RSS) and Bhagwat taking money from ISI. Lt Col Srikant Purohit, after learing about this, had asked one Captain Joshi to murder the two," Pandey said in his confession before a Deputy Commissioner of Police (DCP)

The self-styled religious leader, in this statement to the police, has said Purohit who had formed right wing group Abhinav Bharat, had directed one Captain Joshi to murder Indresh Kumar and Mohan Bhagwat.

The statement said Joshi was, however, not able to execute the murder which had infuriated Apte. Pandey said the entire Malegaon blast conspiracy was hatched by Purohit and co-accused Sadvi Pragya Singh Thakur who wanted to teke the lead in the caused of Hindutva and "avenge for the deaths of Hindus caused by Muslims across the country."

"In August 2007, I met Purohit in Deolali camp (near Nastik) where he told me about forming a right wing group by the name Abhinav Bharat for promoting and safeguarding Hindutva," Pandey's confession statement said.

In January 2008, Pandey attended a meeting of Abhinav Bharat in Faridabad in which Purohit, co-accused Sudhakar Chaturvadi and retired Major Ramesh Upaddyay were present it said.

In the morning, Purohit spoke extensively about the setting up of a "Hindu Rashtra" with its own Constitution for the protection of Hindus, it added. "Purohit had also said he would arrange for explosives which can be used to blast Muslim-deminated areas. Upaddyay then said that he can arrange for men to prepare the bombs," Pandey has said.

In July 2008, Pandey had gone to Indore where he met the Sadhvi who told him that she had asked Purohit to arrange for explosives for the protection of Hindus. "Sadhvi said that Purohit was not taking the cause seriously and asked me to convince him to arrange for the explosives immediately," the statement said. Of the 11 arrested accused in the case, two – Pandey and Prakash Dhawde – have given confessional statement. Confession given before a DCP –Level officer is admissible in the court under Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA) which has been invoked in the Malegaon case.

Bureau Report
First Published : Wednesday, February 18, 2009

(Reffence Link- : http://zeenews.india.com/news/nation/isi-founded-rss-leaders-pandeyes-confession_508735.html

3) A Militery Intelligence report of the Army on disgraced officer Lt. Colonel Prasad Srikant Purohit - now in jail for this alleged role in the Malegaon 2008 blast and link with Hindus extreminsts – reveals that his Organization, Abhinav Bharat, had plotted to kill senior RSS leader Indress Kumar.

Its reason: Indresh, Purohit suspected, was the "mole of ISI" (Pakistan's Inter Service Intelligence) in the Sangh Parivar and had received fake Indian currency to the tune of Rs 21 crore from the Pak agency.

Indresh name also figures in statements made by some of accused in a string of terror attacts on Muslim targets, including Malegaon, Mecca Masjid and the Samjhauta Express. Indress has denied any role and said the government has been playing politics with the Investigation.

The plot to kill Indresh Kumar was revealed by Purohit in his interrogation in connection with the September 29, 2008 Malegaon blast, according to the MI report which has been obtained by the Indian Express. Incidentally, the MI report on Purohit says: "Malegaon bomb blast coincided with birthday celebration of Col Purohit's younger son. It may not be a mere coincidence." Purohit was jointly questioned by the Maharashtra Anti – Terror Squad (ATS) then haaded by Hementa Karkare, the Intelligence Bureau 29-30, 2008. The MI report says Abhinav Bharat was Purohit's brainchild, set up to counter ISI activities in India with "Fanancial assistance" from wealthy RSS supporters. The report says that a Pune – based rich, "staunch" RSS supporter Shyam Apte was roped in to finance the plot to kill "ISI agent" Indresh with a fraud Sharda Peeth Shankaracharya alias Dayanand Pandey jumping onto the bandwagon to make money.

"Ajay Rahilkar aka Raja handled the financial affairs (of Abhinav Bharat) as directed by Col Purohit. One Shyam Apte (70 years), a committed worker of RSS was the main provider of founds of 3.20 lakh to Rakesh Dhavde (the arms supplier of Abhinav Bharat) to buy arms as directed by Purohit. This has been separately confirmed by Dhavde and Col Purohit, who stated that these weapons were being procured on direction of Shankaracharya who tasked Col Purohit to eliminate one Indresh Kumar was already agent of ISI and along with one Subeder Singh was also involved in pumping of fake Indian currency," says the interrogation report.

(Reffernce Link- : http://archive.indianexpress.com/news/purohit-plotted-to-kill-rss-leader-indress-kumar-report/743063/)

4) New Delhi, Mar 12 (ANI): The Annual General Body meeting of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) called the "Pratinidhi Sabha" will be held in Nagpur from March 20 where party chief K S Sudarshan is likely to sack vice-chief Mohan Bhagwat, according to the website Politicsparty.com.

Politicsparty.com said Sudarshan is expected to appoint a New Second – in Command in place of Bhagwat, who was allegedly charged with regularly receiving payment from Pakistan's Inter Services Intellugence (ISI) Agency.

The RSS spex leadership led by Sudarshan has taken cognizance of the Anti-Terror Investigation and the alleged payments by the ISI to RSS apex position holders, says the website. (ANI)

Copyright 2009/Story first published: Thursday, March 12, 2009, 13:06 [IST]

(Refference Link- http://www.oneindia.com/2009/03/12/rss-to-sack-vice-chief-mohan-bhagwat-for-isi-involvement-.html)

Or

http://www.thefreelibrary.com/RSS+to+sack+vice-chief+Mohan+Bhagwat+for+ISI+involvement.-a0212347798)

5) NEW DELHI: RSS leader Indresh Kumar may be under CBI scanner for his suspected role in "saffron" terror but hi might have been seen as an apostate by the Abhinav Bharat crew with Lt Col Srikant Purohit, held for the Malegaon blast, seeing the Sangh man as an "ISI agent." In his confession in the Mecca Masjid case, Swami Aseemanand, who claims to know a lot about a number of bomb blasts allegedly carried out by Hindu extremists in 2006-08, has said Purohit saw Indresh as a renegade who had crossed over to the other side. Aseemanand has recalled that Purohit had "also" once told him that "Indreshji is an ISI agent" and he (Purohit) had documents with him about this – indicating that others might have earlier told the Swami about the RSS man's Pakistan's links. He however, added, "….Purohit had never shown him those documents." Purohit – who had worked with Military Intelligence for many years – is currently in jail.

Indresh had earlier attracted sharp critism from Purohit and other radicals for his attempt to woo Muslims in Jammu & Kashmir. The RSS leader's bid to flag off Muslim on yatras – a scheme that went largely unnoticed – had incensed some of the Abhinav Bharat members. The Swami in his statement has also claimed that Sunil Joshi (the operational man who was allegedy killed by his own men) had told him that two Muslim boys along with him (Joshi) and others carried out the blast in Ajmeer (in October 2007) "When I asked Sunil

Joshi as to how did he get Muslim boys, he told me that Indreshji had given it to him," claimed Aseemanand in his confession, made before metropolitan magistrate Deepak Dabas here last month in connection with the Mecca Masjid blast case of the CBI. The Swami, born as Naba Kumar Sarkar, while referring to these two Muslim boyes said he warned Joshi that if he was caught then Indresh's name would also be exposed. This was why Joshi had a threat on his life from Indresh. Aseemanand claimed that he also told Joshi that by using Muslim boys he would end up being targeted by Islamic extremists too.

(Refference Link: http://m.timesofindia.com/india/Co-conspirators-saw-RSS-man-as-ISI-mole/articleshow/72447556.cms)

6) RSS leader an ISI agent ?
By : Ketan Ranga Date: 2011-01-13
Place: Mumbai
http://i.mgur.com/Wfubp.jpghttp://i. .mgur.com/Rfsir.jpg
Pics: Aseemanand, Indresh Kumar Aseemanand backed Malegaon blast accused's revelation that Indresh Kumar is an ISI agent. The arrest of Swami Aseemanand and this 42 - page confession statement has dubbed RSS leader Indresh Kumar as a Pakistani Inter Services Intelligence (ISI) agent. It also points to differences within the sangh parivar. Aseemanand's views earlier endorsed by Malegaon blast accused Lt Col Shrikant Purohit. Purohit had stumbled upon Kumar's role as an ISI agent he has attached to the Milittary Intelligince (MI) prior to his arrest by the Maharashtra Anti-Terrorism Squad (ATS) in November 2008.

In the statement, Aseemanand told the Magistrate that he remembers Sunil Joshi telling him that Kumar has provided him with two Muslim bombers to plant the explosives in Ajmeer. Aseemanand feared for Joshi's life, as he felt those two men could kill him. Leter he shared his fears with Purohit when he also angeed that Kumar could have been an ISI agent.

Malegaon blast

Mumbai ATS had arrested Purohit in the 2008 Malegaon bombings, as he had allegedly provided the explosives for the blast. After his arrest, he did not provide many details to the police, but informed them about Kumar's role. According to the Investigation Purohit had told them that Kumar was an ISI agent and he should be kept under surveillance. Investigators believe that Kumar must be getting funds from the ISI. According to the police, the Hindu radicals who have been arrested have named Kumar, but he was never a part of any of the meetings or was in anyway directly involved in the blast conspiracies. It was Joshi who was in touch with him and used to provide him with details, but Joshi was killed leter. The CBI has questioned Kumar and even the National Investigation Agency (NIA) has been keeping a watch on him.

(Refference Link: http://www.echarcha.com/forum/archive/index.php/t-37380.html)

7) Mohan Bhagwat RSS Chief ISI Agent
Latest News about Mohan Bhagwat RSS Chief ISI agent, stories, articales, updates, photos, videos, wiki and blog entries related to Mohan Bhagwat RSS Chief ISI agent.

(Refference Link: http://news.biharprabha.com/bp/mohan-bhagwat-rss-chief-isi-agent/)

8) 'Media reports say that Colonel Purohit (now in jail in connection with the Malegaon blast) had suspected Indresh Kumar to be a mole of ISI who had receivd fake Indian currency to the tune of Rs. 21 crore from the Pakistani agency' party spokesperson Shakeel Ahmed said. After terming alleged shelter being given by BJP-ruled states to bomb blast suspects associated with RSS as "Sanghi terrorism" Congress todey went a step further asking the Sangh to come clean on reports of its leader Indresh Kumar's suspected ISI link.

"Media reports say that Colonel Purohit (now in jail in connection with the Malegaon blast) had suspected Indresh Kumar to be a mole of ISI who had receivd fake Indian currency to the tune of Rs. 21 crore from the Pakistani agency" party spokesperson Shakeel Ahmed told reporters in Delhi.

"Two year ago, an ISI agent arrested in Nepal had also named Indresh Kumar as one who was given money to help creat Hindu-Muslim clases in India. Why RSS is silent? Why BJP leaders who take inspiration from them are silent? RSS chief Mohan Bhagwat says there is no place for radicals in RSS but merely making statements won't do RSS should come clean on it" he said.

"Taking a jibe at senior BJP leader LK Advani for this criticism of the government over the issue of black money, Ahmed said "Advani and others very often talk of black money. Some discussion should also be held on fake money like this. The attention of the investigating agencies should be drown to it." Earlier, addressing a national seminar, senior Congress leader Digvijay Singh accused BJP state governments of sheltering people affiliated to RSS who are allegedly involved in bomb blasts.

"All those who are making bombs run away to Gujrat and they get shelter there….Swami Assemanand shetteld there. Who gave his Organisation the forest land? The governments of BJP give shelter to such elements. There is a need to keep an eye on them," Singh (Digvijay Singh) said. A known detractor of BJP and RSS, Singh reffered to a number of terror cases like Samjhauta Express blasts in which members of some RSS affiliated or organisation were arreted recently. Training his guns on senior BJP leader LK Advani, Singh said that it was his rath yatra in the 90s which had instigated-trouble in the Hindi belt of Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

"Whenever BJP is weak, it takes up a communal issue. They would like to build a temple or horist a flag only where there is dispute. Without dispute they cannot survive. Ramjanambhoomi issue was there for lon, but they took it up in 1985 when their srrength in the Lok Sabha was a mere two," he said. Referring to a reported statement of Advani, he said, "Now I want to tell Advaniji every Hindu is not a terrorist. But why is every terrorist from RSS."

(Refference Link: http://www.dnaindia.com/india/report-congress-asks-rss-to-come-clean-on-indresh-kumars-suspected-isi-links-1500279)

9) Patna, 10 sept 2014: The NIA Wednesday arrested a suspected Pakistan's ISI agent from near the India- Nepal border in Bihar police said.

A district police official said the National Investigation Agency (NIA) team arrested suspected ISI agent. Sarda Shankar Kushwaha from near the India – Nepal border in Motihari, the headquarters of East Champaran district.

Police said NIA official are interrogating Kushwaha and will present him in a Motihari court Thursday.

Kushwaha, a resident of Raxaul town in East Champaran, was wanted in connection with several terror – linked cases, police said.

(Refference Link: http://www.indiatomorrow.net/eng/nia-arrests-suspected-isi-agent-in-bihar)

এইসব প্রতিবেদনগুলিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে আর. এস. এস কে আই. এস. আই ভারতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে সাহায্য করেছে এবং টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে এবং আর. এস. এস এর বিভিন্ন স্বয়ং সেবককে আই. এস. আই থেকে রীতিমত বেতনও দেওয়া হত । এমনকি আর. এস. এস লীডার মোহন ভাগবতকেও আই. এস. আইয়ের এজেন্ট বলা হয়েছে ।

কোয়েম্বাটুরে বোমা বিস্ফোরণ ও পুলিশ জঙ্গির অত্যাচার

১৯৯৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মাসে কোয়েম্বাটুরে মারাত্মক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠন । এই এতে মারা যায় ৩৫ জন ও আহত হয় প্রায় ২০০ জন । প্রথমে এই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী করা হয় মুসলমানদেরকে । এবং নিষিদ্ধ করা হয় মুসলিম আল উম্মাহ ও জেহাদ কমিটিকে । মিডিয়াও মুসলিম সংগঠনগুলোকে দায়ী করে । পরে প্রমাণ হয় হিন্দুত্ববাদীরাই এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে । এই বিস্ফোরণের আগে মুসলমানদের উপর শুরু হয়েছিল অত্যাচারের ষ্ট্রীম রোলার । নুর মহম্মদ নামে জনৈক ব্যাক্তিকে (২৩) ১৯৯৭ সালের ৩০ নভেম্বর বেলা সাড়ে এগারো টার সময় হিন্দুত্ববাদীরা তার মাথা কেটে ফেলার চেষ্টা করে । সে হিন্দুত্ববাদীদের হাতে মারাত্মকভাবে জখম হয়ে বাড়ি ফিরে আসে । একই দিনে সাড়ে বারোটার সময় জনৈক পুলিশ অফিসারের পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের উপর মারাত্মকভাবে গুলি চালাতে আরম্ভ করে । ফলে ১৭ জন নিহত ও ১০০ জনের বেশী আহত হয় । ২০ জন পুলিশ কর্মীকে নিয়ে ঐ পুলিশ অফিসারকে গুলি চালাতে দেখা যায় । এই হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি পুলিশ ১৩ বছরের আবু বকর সিদ্দিক নামে এক মুসলমান ছেলেকে লক্ষ করে গুলি চালায় । ঘটনাস্থলেই ছেলেটি মারা যায় । একটি বুলেট তার হৃৎপিন্ড ভেদ করা চলে যায় । এই অপরাধ ঢাকার জন্য হিন্দু জঙ্গি পুলিশ সেখানে একটি গর্ত খুড়ে তাতে পেট্রোল ঢেলে দেয় এবং আবু বকরের শরীরে আগুন লাগিয়ে দেয় । পরে এটাকে হিন্দু - মুসলিম দাঙ্গার ফল ছুরির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে বলে চালানো হয় । এবং এইভাবে যেন তার পোষ্ট মর্টম করা হয় তারও ব্যাবস্থা করে পুলিশ ।

এই কোয়েম্বাটুরে মুসলমান হওয়ার অপরাধে পুলিশ আয়ুব খান নামক এক মুসলমানকে গুলি করার নির্দেশ দেয় । গুলি চললে মাথা নিচু করেন আয়ুব খান ফলে গুলি হালকা ভাবে মাথা ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় । তিনি লক্ষ্য করেন তাঁর ডান কানের পাশ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে । পরের গুলি তাঁর পাশের সাহুল হামীদকে ঘায়েল করে মাটিতে ফেলে দেয় ।

এই কোয়েম্বাটুর দাঙ্গা যখন হয় তখন সি. আর. পি. এফ. এবং র‌্যাফ বাহিনীর উপস্থিত সত্যেও মুসলমানদের দোকানপাঠ ও ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজ করতে থাকে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিরা । এমনটি এতে পুলিশরাও হিন্দুত্ববাদীদের সহযোগিতা করে । এই ঘটনাই মুসলমানদের ৫০০ কোটি টাকার উপর ক্ষয়ক্ষতি হয় ।

১৯৯৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী একদল পুলিশ তিরুমল ষ্ট্রীটে বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অপরাধে একটি গ্রুপকে পাকড়াও করতে যায় । ইন্সপেক্টর চন্দ্রশেখর এতে নেতৃত্ব দেন । মিডিয়া ঘটনাটিকে এভাবে প্রচার করে যে পুলিশ ইন্সপেক্টর এই গ্রুপের লোকগুলোকে একটি ঘরে বন্ধ করে দেয় । গুলি চালানোর

ফলে বিস্ফোরণ হয়ে ৬ জন উগ্রবাদী মারা যায় । পরে ওই ঘরের যে নকশা তৈরী করা হয়েছে তাতে মনে হয় না যে সেখানে উগ্রবাদী লুকিয়ে থাকতে পারে । অর্থাৎ চক্রান্ত করে পুলিশ জঙ্গি বাহিনী ওই গ্রুপকে হত্যা করে ।

এই অঞ্চলে আট বাড়িতে পুলিশ অবাধে লুটপাঠ চালায় । ফ্রিজ, টিভির মত জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায় । সমস্ত মানুষকে গ্রেফতার করা হয় । বালির বস্তা দেখিয়ে বলে এতে বিস্ফোরক পদার্থ রাখা ছিল ।

১৩ বছরের ছেলে শরফুদ্দীনকে পুলিশ গ্রেফতার করে ভারতীয় আইনের ১৪৭, ১৪৮ ও ৩০৭ অধীনে । পরে এই পুলিশ জঙ্গি ৩০৭ ধারাকে (হত্যার প্রয়াস) ৩০২ ধারায় (হত্যা) রুপান্তরিত করার চেষ্টা করে । অথচ সেই সময় (১৩ ফেব্রুয়ারী) শরফুদ্দীন স্কুলে ছিল । কিন্তু সার্টিফিকেট পেশ করা সত্যেও তাকে ছাড়ে নি কোয়েম্বাটুরের জঙ্গি পুলিশ ।

আসুন এই কোয়েম্বাটুরে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি ও পুলিশ জঙ্গি বাহিনী মুসলমানদেরকে যে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে তারা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাকে আমরা খতম করি ।

হিন্দু জঙ্গি সংগঠন আর. এস. এস. এর কিছু নমুনা পুস্তিকা

প্রফেসার গৌতম রায় 'গুজরাট ও হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশ' নামক বইয়ের মধ্যে আর. এস. এস. এর কয়েকটি মনুনা পুস্তকের উল্লেখ করেছেন । তার ৩ নং নমুনা পুস্ককে লেখা আছে,

"ওঠ - জাগো - ঐক্যবদ্ধ হও ঢিলের বদলে পাটকেল নাও

আজ সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের ধ্বংস করতে চাইছে । মুসলমানদের লজ্জিত হওয়া উচিত এই ভেবে যে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও তারা হিন্দুস্তানী হয়ে উঠেনি । তবে সংখ্যাগুরুদের শক্তি সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই নেই । গোধরা হত্যাকান্ড আর সিন্ধি বাজার ধ্বংস হওয়া থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমরা অনেক বেশী বিশ্বাসঘাতক । এখনও পর্যন্ত মুসলিমরা শুধু কাশ্মীরেই ওদের বিশ্বাসঘাতী কার্যকলাপের নমুনা দেখিয়েছে, তারপর তারা দিল্লী লোকসভা পর্যন্ত ওদের কার্যকলাপ বিস্তৃত করলো । কিন্তু গুজরাটকে লক্ষ্য করে ওরা চরম ভুল করেছে । এখন আর কোন হিন্দু ওদের রক্ষা করবে না - পুলিশ নয় - মিলিটারী নয় - ভোট পাকড়ানো রাজনৈতিক দাদা যারা ওদের তোল্লাই দেয় - তারাও নয় ।

ভারত যখন স্বাধীন হলো তখন ভারতের তিন কোটি মুসলিম ছিলো । এখন এই ৫০ বছর পূর্তিতে দেখা যাচ্ছে ওরা ৩৫ কোটি । বুঝে দেখুন অবস্থাটা আর সাবধান হোন । পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে ওরা আমাদের সমান হয়ে যাবে । এখানে কেউ ক্রিকেট টিম তৈরী করতে বসেনি । পাকিস্তান তার সৈন্যবাহিনী সাজাচ্ছে ।

পুলিশ ও সেনাবাহিনীকেউ বলার আছে যে আপনারাও হিন্দু । অতএব সতর্ক হোন । আপনারাও আক্রান্ত হতে পারেন । আপনাদের উচিত হিন্দুদের সমর্থন করা । আমরা হিন্দরাই পুলিশ আর সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি ।

হিন্দুভাইসব ঐক্যবদ্ধ হোন, স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী তৈরী করুন যেমন হয়েছিলো স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় । শত্রুনিধন করুন, দেশ যে পাপের বোঝা বয়ে চলেছে তা হালকা করুন । (অর্থাৎ মুসলমানকে হত্যা)

ভাটোয়া থেকে নারোদা, বাপুনগর থেকে কানপুর ২৯শে মার্চ একটা আহ্বান আসবে । রাম নাম নিয়ে আক্রমণ করুন ।

যেভাবে বাবরী ধ্বংস করেছি ঐভাবে মুসলিমদের মারবো । জামালপুর জ্বালাবো, দরিয়াপুর খালিকরবো । বৃদ্ধ হলেও ছেড়ে দেব না ।

আমরা হিন্দুস্তানীরা তোমাদের খুজে বের করে হত্যা করবো । এই হচ্ছে রঘুকুলের ঐতিহ্য আমরা শপথ নিয়ে বলছি । সোনিয়া ওর ফারুক শেখ আর হাজি বিলালের মতো কুত্তাদের নিয়ে যত খুসি ঘুরুক ।

আমরা ওদের অবস্থা করবো এহসান জাফরির মতো ।

মুসলিমরা দোকান জ্বালিয়ে আকাশ ধোঁয়ায় অন্ধকার করে দিয়েছে ।

আমরা ওদের কেটে রক্তনদী বইয়ে দেব । স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী হবে হিন্দুত্বের ঐক্যের নিদর্শন । হাজারে হাজারে হিন্দুভাই এতে যোগ দিয়েছে ।

নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ । আপনাকে সেলাম, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের পর একজন হিরো জন্মেছে । গুজরাট গর্বিত ভারতের গরিমা আপনারই হাতের মুঠোয় ।

হিন্দুদের অনুরোধ করা হচ্ছে পুলিশ বা সেনাবাহিনীকে ঢিল না ছুঁড়তে । ওরা আপনার ভাই ।

-একজন ভারতীয়

(২৮ মার্চ ২০০২তে সিসি-র হস্তাগত হয়েছে ।)”

প্রফেসার গৌতম রায় ৫ নং নমুনা পুস্তিকার উল্লেখ করে লিখেছেন,

“আর. এস. এস. সদস্যদের কাছে স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ ঃ

১. দিনে দু’বার সকালে সন্ধ্যায় মন্দিরে যাও ।

২. নেতা যখন তোমার সাহায্য চাইবেন তখনই সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকো ।

৩. যখন সেনাবাহিনী যাবে তখন বোমা নিষ্ক্রিয় করো ।

৪. খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট ও টুপি পরো, হাতে একটা দড়ি বাঁধো ।

৫. সভায় ও সমাবেশে একে অপরকে সাহায্য করার জন্য ঘোরাঘুরি করো ।

৬. যদি ওরা স্পর্ধা দেখায় প্রস্তুত হও, চিৎকার করো ।

৭. প্রতি মিটিং এর পর অন্তত তিনবার জোরে জোরে শ্লোক উচ্চারণ করো ।

৮. প্রতি সপ্তাহে একটা মিটিং করো ।

৯. মুসলিমদের সঙ্গে লড়ার সময় প্রতিবেশীদের বেশবাস পরিবর্তন করো যাতে তোমরা চিহ্নিত না হও ।

১০. সামনে থেকে নয় - পিছন থেকে আক্রমণ করো ।

১১. বেশিরভাগ রাত্রের দিকে আক্রমণ করো ।

১২. মুসলিমদের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করো ।

১৩. অস্ত্রশস্ত্র সহ পুলিশের হাতে পড়ো না ।

১৪. যখন মুসলিমদের জন্য কাজ করবে তখন পারিশ্রমিক নিও না ।

১৫. যখন বেতনের সময় হবে তখন খোঁজার ওছিলায় মানুষ সংগ্রহ করো ।

১৬. যদি কোনো মুসলিম দোকান থেকে কিছু কেন তবে শুধু ক্রয়মূল্য দাও - লাভ দিও না ।

১৭. পুলিশকে সত্য পরিচয় দিও না ।

১৮. তোমার মন্দিরকে রক্ষা করো ।

১৮. তোমার মন্দিরকে রক্ষা করো ।

১৯. কোনো তথ্য পেলে তৎক্ষনাৎ তোমার নেতাকে লিখিত আকারে জানাও ।

২০. প্রতি সদস্য অন্তত একাধারে ১০ জন লোকের সাথে লড়ার প্রশিক্ষণ নেবে ।

২১. লড়াই-এর সময় যেকোনো অস্ত্র ব্যবহার করো ।

২২. মুসলিম বাড়িতে কাজ করলে মুসলিম মহিলাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলো যাতে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ হয় ।

২৩. মুসলিম নবজাতকদের অন্যরকম করে দাও । এ এক সময় নায়কের দেশ ছিলো । এখন এ ভীত লোকে ভর্তি । ওরা আমাদের হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে আর গরিব নির্দোষ বলিপ্রদত্ত হচ্ছে । যদি হিন্দু যুবকেরা জাগে তবে ওদের মাথায় শুধু জুতো বৃষ্টি হবে । হিন্দু জাগো আর মুসলিদের ধাওয়া করো ।”

দেখুন এখানে হিন্দুত্ববাদী আর. এস. এস. জঙ্গিরা তাঁদের কর্মীদেরকে কিরকম সন্ত্রাসবাদী শিক্ষা দিচ্ছেন । তাহলে আসুন এই আর. এস. এস. জঙ্গিরা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি ।

এছাড়াও ১৯৮০ সালের মোরাদাবাদ দাঙ্গার মুল কারণ ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা । ১৩ই আগস্ট ইদুল ফিতরের নামায পড়ার সময় ৫০,০০০ নামাযীর মধ্যে একটি শুকরকে তেড়ে ঢুকিয়ে দেয় হিন্দুরা । নামায চলাকালীন মুসলিমরা শুকরটিকে তাড়িয়ে দিতে পারেন নি । সেখানে পুলিশের পাহারা ছিল । নামায শেষে পুলিশের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয় । পুলিশ জানায় শুয়োর তাড়াবার জন্য তাদের রাখা হয়নি । শুরু হয় ধস্তাধস্তি এবং পরে ইঁট পাটকেল নিক্ষিপ্ত হয় । ফলে পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে তাতে ৪০০ জন মানুষ মারা যায় । বেসরকারী মতে আরও বেশী । এই দাঙ্গার কারণ ছিল মোরাদাবাদে হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে ব্যবসায়ে পেরে উঠতে পারছিলেন না । তাহলে আসুন এই মোরাদাবাদ দাঙ্গার মুল নায়ক হিন্দুরা ও পুলিশ জঙ্গিরা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি ।

নরেন্দ্র মোদীর সহযোগীতায় গুজরাটে পুলিশ জঙ্গির সাজানো এনকাউন্টার

২০০৪ সালের ১৪ই জুন ১৯ বছরের ইশরাত জাহানকে গুজরাট পুলিশ ইনকাউন্টার করে হত্যা করে । এনকাউন্টারকারীর নাম ডি. জি. বানজারা । তার উদ্দেশ্য ছিল এনকাউন্টার করে পদোন্নতি লাভ করা । তবে আল্লাহর মেহেরবানীতে খাকি পোষাকধারী, নরেন্দ্র মোদীর পোষা বর্বর, হিংস্র, খুনি, পুলিশ জঙ্গিবাহিনীকে উলঙ্গ করে দেন এস. পি. তামাঙ্গ । আহমেদাবাদ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস. পি. তামাঙ্গ ২৪৩ পাতার তদন্ত রিপোর্টে লিখেছেন যে ইশরাত এবং অন্য তিন যুবককে মুম্বাই থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অবৈধভাবে আটক রাখা হয় । ইশরাত জাহানকে ধর্ষন করা হতে থাকে । এরপর চারজনকেই হত্যা করে ফেলে দেওয়া হয় । যাতে এই তদন্ত রিপোর্টে কোনরকম বিকৃতি না ঘটে সেজন্য তিনি নিজে হাতে লেখেন এই রিপোর্ট । এনকাউন্টারের পর জানানো হয় ইশরাত জাহান ও তার সঙ্গী জাভেদ আলম উরফে প্রমেশ কুমার বাল্টী, আমজাদ আলি উরফে রাজকুমার এবং যীশান জওহর আব্দুল গনী লস্কর ই তাইয়েবার মহিলা শাখার কমান্ডর ছিলেন । কিন্তু এস. পি. তামাঙ্গ যে রিপোর্ট তৈরী করেন তাতে বলেছেন, লস্করের সঙ্গে এই চারজনের কোন সম্পর্কই ছিল না ।

গুজরাটের পুলিশ জঙ্গিবাহিনী সার্ভিস রিভালভার দিয়ে এনকাউন্টার করে এই চারজনকে রাত্রি ৮-৯টা নাগাদ । লাশগুলোকে ঘটনাস্থলেই রেখে দেওয়া হয় । তবে ইশরাত জাহানের মায়ের দীর্ঘ সংগ্রাম ও ম্যাজিস্ট্রেট এস. পি. তামাঙ্গের রিপোর্টে নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গিবাহিনীকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দেয় । এস. পি. তামাঙ্গ রিপোর্টে প্রমাণ করে দেন চারজনকে মেরে ফেলা হয় অন্য কোথাও কয়েক ঘন্টা আগে ।

সন্ত্রাসবাদীদের তরফ থেকে গুলি চালানো হয় তা ভিত্তিহীন। যে পিস্তল সেখানে পাওয়া গেছে বলা হয় সেটা মরচে পড়া তাতে কোন গুলি চলেনি বহুদিন থেকেই। যে সন্ত্রাসবাদীদের উপর একে-৪৭ রাইফেল ব্যবহার করার কথা বলা হয় তার হাতে গান পাউডার পর্যন্ত পাওয়া যায় নি এবং ঘটনাস্থলে খালি কার্তূজও পাওয়া যায়নি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সেই রাতে ধর্মীয় মিছিল বেরুনোর কথা ছিল এবং আহমেদাবাদ নিরাপত্তার ঘেরাবন্দি ছিল। তাহলে ইন্ডিকা গাড়ি যাতে, সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী ছিল, কিভাবে আহমেদাবাদ পৌঁছে যেতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এছাড়াও নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গি বাহিনী ৩৭টি মুসলিমকে এনকাউন্টার করে। পরে তা প্রমাণ হয় সমস্ত এনকাউন্টরগুলিই সাজানো।

২০০২ সালের ২২ অক্টোবর রাত দুটোর সময় সমীর খান পাঠানকে গুজরাট পুলিশ এনকাউন্টার করে। এই এনকাউন্টার করে গুজরাট পুলিশ হিরো সাজার চেষ্টা করে। সমীর পাঠানের উপর অভিযোগ ছিল সে নাকি লস্কর ই তাইয়েবার এজেন্ট ছিল। পরে প্রমাণ হয় পুরো এনকাউন্টারই সাজানো।

২০০৩ সালের ১৩ জানুয়ারী গুজরাটের পুলিশ জঙ্গি সিনেমা হলের সামনে সাদিক জামালকে লস্কর ই তাইয়েবার এজেন্ট হওয়ার অভিযোগে এনকাউন্টার করে। এরপর সাদিক জামালের বড় ভাই শাব্বির জামাল গুজরাট হাইকোর্টে একটি আরযী দায়ের করেন এই আরযীতে সাজানো এনকাউন্টারের তদন্ত করার আবেদন করা হয়।

২০০৫ সালের ২৫শে নভেম্বর নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গি হিংস্র বর্বর সুহরাবুদ্দিনকে এনকাউন্টার করে। পুলিশ দাবী করে সুহরাবুদ্দিন নরেন্দ্র মোদীকে হত্যা করতে এসেছিল। হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর স্ত্রী কাওসার বানুকেও হত্যা করা হয় এবং অভিযোগ লাগানো হয় সুহরাবুদ্দিনের স্ত্রী কাওসার বানু পাকিস্তানের নাগরিক। পরে সে ফিরে আসে। কিন্তু পরে প্রমাণ হয় নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গির এই এনকাউন্টারটা সাজানো।

২০০৬ সালের ১৭ই মার্চ চারজন মুসলিম যুবককে এনকাউন্টার করা হয়। এভাবে অসংখ্য মুসলমান যুবককে গুজরাটের পুলিশ জঙ্গি বাহিনী মিথ্যা অভিযোগে এনকাউন্টার করে। প্রতিবারেই একটি অভিযোগ সবাই নাকি নরেন্দ্র মোদীকে হত্যা করতে আসছিল। সবাই নাকি লস্কর ই তাইয়েবার এজেন্ট। গুজরাট পুলিশ জানাই মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা (যদিও নয়) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও এনকাউন্টার করার সময় তারাও পুলিশের উপর ডজন ডজন রাউন্ডের পর রাউন্ড গুলি চালাচ্ছিল। কিন্তু গুজরাট পুলিশ এতই বাহাদুর যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সন্ত্রাসীদের একটি গুলিও পুলিশের গায়ে লাগেনি। এমনকি পুলিশের গাড়িতে একটি গুলিও লাগেনি। এরকম ধরনের ঘটনা কোন কাল্পনিক রোমাঞ্চকর হলিউডের সিনেমাতেও ঘটে না যে। সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালালো আর পুলিশপক্ষের তরফে কোন ক্ষয় ক্ষতি তো দুরের কথা তাদের গায়ে সামান্য আঁচড়ও লাগে নি। আসলে সাজানো এনকাউন্টার হলে আর কি হবে ? কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে তদন্তের পর পুরো সত্য আমাদের সামনে এসে গেছে এবং নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গি বাহিনী পুরো উলঙ্গ হয়ে গেছে।

একটি সাক্ষাৎকারে বিরোধী দলনেতা ও অ্যাডভোকেট হর্ষ গোহেল বলেন, ''গুজরাটে গোধরা ঘটনার পরে মুসলিমদের গণহত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণকরে বিজেপি এবং অগনিত লোককে চরম বর্বরতার সঙ্গে হত্যা করা হয় বিভিন্ন পন্থায়। ইশরাত জাহানের হত্যা সেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের নেতৃতেই বিজেপি সরকারের অপরাধমূলক মস্তিস্কের পরিণতি। দাঙ্গার পরে গণহত্যা করার পরিকল্পনা করা হয় অন্যান্য পন্থায়। ইশরাত জাহান মামলার তদন্ত রিপোর্ট দ্বারা আমাদের পার্টির এই ভাবনা আরও দৃঢ় হয় যে বিজেপি মানবতার শত্রু হিসাবে কাজ করে।''

তিনি আরও বলেন, “গুজরাটে কেবলমাত্র আড়াই বছর মেয়াদে ৩৭ জনকে বিভিন্ন সাজানো পুলিসি সংঘর্ষে হত্যা করা হয় । এসব হল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরম দৃষ্টান্ত । ৩৭ জনকে কেবল সাজানো সংঘর্ষেই মারা হয়েছে । সাধারণ মানুষকে হত্যা করে এই কাহিনী বানানো হয় যে, তারা নরেন্দ্র মোদীকে মারতে আসে অথবা আদবানীকে মারার চক্রান্ত করতে আসে ইত্যাদি ইত্যাদি । কিন্তু সত্য চিরদিন ঢাকা থাকে না ।”

আসুন মানবতার স্বঘোষিত ঠিকেদাররা গুজরাটের নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গি ডি. জি বানজারা ও অন্যান্য জঙ্গি পুলিশ ৩৯ জন নিরীহ মুসলমানকে মিথ্যা অজুহাতে হত্যা করে নিজেদেরকে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে দুনিয়ার সম্মুখে তুলে ধরেছে তারা যে মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করেছে সেই মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি ।

বাবা সত্যলোক রামপালের কান্ডকারখানা

এই কয়েকদিন আগেকার কথা । হরিয়ানার সত্যলোক আশ্রমের বাবা রামপালকে নিয়ে যে কান্ডকারখানা হল তা সারা দেশই জানে । কবীরপন্থী বাবার রহস্য আজ ফাঁস হয়ে গেছে । পুলিশের খানাতল্লাসীতে তাঁর আশ্রমে যা যা পাওয়া গেছে তাতে যে কোন মানুষের চোখ কপালে উঠে যাবে । তাহলে শুনুন দেশদ্রোহী বাবা কান্ডকারখানা,

দেশদ্রোহী এবং হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কবীরপন্থী বাবা রামপালের বারবালায় (হিসার/হরিয়ানা) অবস্থিত সত্যলোক আশ্রমে মহিলা টয়লেটে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে । ক্যামেরার মুখও টয়লেটের মুখে লাগানো আছে । কমপক্ষে ৬০ ঘন্টার ঘেরাবন্দী এবং ৪৫,০০০ সেনার বলপ্রয়োগের পরে ১৯ নভেম্বর ২০১৪ সত্যলোক আশ্রম থেকে রামপালকে গ্রেফতার করে পুলিশ আশ্রমে অভিযান চালায় । খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত বাবা রামপাল পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের আদেশ অমান্যকারী বাবা রামপালের আশ্রমে চকিত করার মতো জিনিসপত্র পাওয়া যায় । বাবা রামপালের আশ্রমে কন্ডোম, মহিলা টয়লেটে গোপন ক্যামেরা, নেশাজাতীয় ঔষধ, অজ্ঞান করার গ্যাস এবং আপত্তিজনক অশ্লীল সাহিত্য ।

বাবা রামপালের আশ্রমে মহিলাদের উপর বিশেষভাবে নযর রাখা হত । আশ্রমের সদর দরজার পাশে অবস্থিত মহিলা টয়লেটের বাইরে লাগানো ক্যামেরার মুখ টয়লেটের ভিতর পর্যন্ত চলে গেছে ।

আশ্রমে অবস্থিত মহিলারা একথাও বলেছেন যে বাবা রামপালের কমান্ডোরা বন্দী বানিয়ে মহিলাদেরকে ধর্ষন করত । প্রতিবাদ করতে গেলে পরনের কাপড় কেড়ে নেওয়া হত এবং উলঙ্গ করে রাখা হত । এমন জায়গায় মহিলাদেরকে বন্দী করে রাখা হতো যে চিৎকার করলে কেউ আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পেত না । যেসব মহিলা বাবা রামপালের কাছে ওষুধ নিতে আসত সেসব মহিলাদেকে ধর্ষন করা হত ।

আশ্রমের একজন মহিলা বলেন যে আগের দিন তাঁকে ধর্ষন করা হয় । এই মহিলা আরও বলেন যে তিনি তাঁর স্বামী এবং সন্তানের সঙ্গে আশ্রম এসেছিলেন কিন্তু পাঁচ দিন তাঁর স্বামীর সঙ্গে কোনরকমের যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি ।

এই ভন্ড সাধু বাবা রামপাল দুধ দিয়ে স্নান করতেন এবং তাঁর এই স্নান করা দুধ দিয়ে ক্ষীর তৈরী করে প্রসাদ হিসাবে ভক্তদের মধ্যে বন্টন করা হতো । অনুগামীদেরকে বলা হতো এই ক্ষীর তাদের জীবনে মিষ্টতা নিয়ে আসবে ।

এন. এস. জি. এবং এস. পি. জি. থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকেরা বাবা রামপালের সুরক্ষাকর্মী ছিল । হরিয়ানা পুলিশের দাবী অনুযায়ী বাবা রামপালের কম করে ৩০০ বডিগার্ডদেরকে আর্মী এবং পুলিশ থেকে অবসরপ্রাপ্ত লোকেরা ট্রেনিং দিত । যারা ট্রেনিং দিত তাদের মধ্যে কেউ স্পেশাল প্রোটেকশান গ্রুপ ও

ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড প্রভৃতি লোকেরা ছিল । রামপালের ফৌজিরা ২৫ থেকে ৩৫ বছরের লোকেরাই ছিল তাদের কাছে পাওয়াইন্ট ৩১৫ বোর এবং পাওয়াইন্ট ৩২ বোর এবং পিস্তল ছিল । এছাড়াও মনোটভ ও ককলেট প্রভৃতি অস্ত্র পাওয়া যায় ।

এই বাবা রামপাল আশ্রমের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ তৈরী করে রেখেছিলেন । বাবা রামপাল এই সুড়ঙ্গের লিফটের মাধ্যমে হঠাৎ আবির্ভাব হতেন । এবং সেখানে সমস্ত অত্যাধুনিক সুবিধা রয়েছে । আশ্রমে খানা তল্লাসী চালানোর সময় ৩০ কেজি সোনা পাওয়া যায় । এই সোনাগুলি অধিকাংশ মহিলাদের মঙ্গলসূত্র কিংবা গহনা । আশ্রমে নোটভর্তী বস্তা পাওয়া যায় এবং ১৭ বস্তা সিক্কা পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে বিদেশী মদের বোতলও পাওয়া যায় ।

(তথ্যসূত্র ঃ http://m.bhaskar.com/news/edreferer/521/HAR-HIS-condoms-and-explicit-material-found-in-godman-rampal-ashram-4813357-NOR.html?referrer_url=http%3A%2Flm.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bhaskar.com%252Fnews-ht252FHA-HIS--condoms-and-explicit-material-found-in-godman-rampal-ashram-4813357-NOR.html%26h%3DuAQEWRAbe%26enc%3DZN5INgGPfDMS7OvN6KAp8MOOeMApkhtUr-gUdO98SB5O_K_wuegcq-yv_C49kHwq23QzKkf9E1PySTgLm2TUPwCiFCWgyP43kDfyk47_lyDd3JtvFEt6k_-OBnw170SCAjU98Siv%26s%3D1)

এছাড়াও ফরেন্সিক টিম আশ্রমে ২টি বিস্ফোটক বোম, ২৬টি এয়ার গান এবং রাইফেম পান । যেগুলোকে পুলিশ কব্জায় করে নেয় । এই হাতিয়ারগুলোকে বাবা রামপাল গদীর নিচে বেসমেন্টে লুকিয়ে রেখেছিলেন । এছাড়াও কয়েক হাজার লাঠি, শিল্ড, গুল্টি, পেট্রোম বোম, অ্যাসিড পাউচ এবং ব্ল্যাক ড্রেসও পাওয়া যায় । দেখে মনে হয় বাবা রামপাল নিজের ফোর্স বাড়াবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ।

বাবা রামপালের আশ্রমে বড় বড় মাচা তৈরী করা হয়েছে । সেই মাচার উপর গদীর আসে পাশে রাখা আছে পেট্রোল বোমা, অ্যাসিড এবং পাথরভর্তী বালতির গুল্টি অর্থাৎ মৃত্যুর সমস্ত সামান সেখানে রয়েছে যার দ্বারা হামলা করা যেতে পারে, মানুষকে হত্যা করা যেতে পারে । হিন্দু ধর্মে যে আশ্রমকে আত্মা এবং পরমাত্মার মিলনের স্থান বলা হয় সেখানে মরণের এরকম সামগ্রী রয়েছে ভাবতেও অবাক লাগে ।

এই বাবা রামপালের আশ্রমে রয়েছে একটি বিশেষ দরজা । আশ্রমের মেন গেট অর্থাৎ যে গেটে লোক যাতায়াতের রাস্তা রয়েছে সেই গেটের কিছু দুরে রয়েছে সাইন বোর্ড যেখানে আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য প্রত্যেক ভক্তকে নিজের তল্লাসী দিতে হত । সেখানে এমন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সুরক্ষার ব্যাবস্থা করা হয়েছে যে সাধারণ ভক্তরা সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না । কেল্লার অভেদ্য দরজার মতো একটা লোহার দরজা আশ্রমটি দুভাবে বিভক্ত হয়েছে । সেখানে সাধারণ ভক্তের প্রবেশের অনুমতি নেই ।

এই বাবা রামপালের লিভিং রুমের সঙ্গে সুইমিং পুলও রয়েছে । যেখানে বাবা রামপাল ভজন প্রবচনের পর ক্লান্ত ও অবসাদ দুর করার জন্য সাঁতার কাটতেন । এই পুলের পাশেই রয়েছে বিশাল পালঙ্ক, মাখমলের গদী, শানদার সোফা, দান চড়াবার জন্য লক্ষ রকমের ইল্টেনিক বাক্স প্যাটেরা । আশ্রমের মধ্যে বাবা রামপালের এক্সক্লুসিভ বাথরুম এতই আলীশান যে দর্শক আশ্চর্য হয়ে যাবে ।

এই রামপালের জন্য বলা হচ্ছে তিনি ১৪ বছর আগে সরকারের একজন জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন । এছাড়া তিনি একটি বিলাসবহুল বিএমডব্লিউ এবং মার্সেটিজ গাড়ির মালিক । বাবা রামপাল আশ্রমে

রয়েছে স্পিড এয়ার কন্ডিশনার বিলাসবহুল কামরা, ফ্ল্যাট স্ক্রিন ও একাধিক টিভি এবং একটি ম্যাসেজ বেডও আছে । আশ্রমের ভিতর রয়েছে একটি লাইব্রেরী এবং একটি হাসপাতালও রয়েছে । এছাড়াও এলইডি পর্দার একটি বড় আকারের হলঘর রয়েছে ।

এই আশ্রমের মধ্যে রয়েছে গুপ্ত রাস্তা । এই গুপ্ত রাস্তার পঞ্চম তলার সেই প্রাইভেট ফ্লোর পর্যন্ত গেছে যেখানে বাবা রামপাল ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারেন না । বাবা রামপাল লোকেদেরকে বিলাসীতাহীন জীবন যাপনের কথা বলতেন সে বাবা রামপলের আশ্রমে এমন এমন দ্রব্য পাওয়া গেছে যা দেখলেই মানুষ চকিত না হয়ে থাকতে পারে না । বাবা রামপালের আশ্রমে যখন পুলিশ খানা তল্লাসী শুরু করে তখন আশ্রমের মধ্যে যৌন উত্তেজনা বাড়ানোর ওষুধও পাওয়া যায় । সম্ভবত বাবা এইসব ওষুধ ব্যাবহার করতেন ।

বাবা রামপালের আশ্রমে আধ্যাত্মিক আলোচনার জন্য বিরাট হলঘর রয়েছে যেখানে একসঙ্গে হাজার লোকের শয়ন করার এবং বসার ব্যাবস্থা করা আছে এবং সেই হলঘরের পাশেই রয়েছে বিরাট রান্নাঘর । সেই রান্নাঘর এতোই বড়ো যে যেখানে প্রতিদিন হাজার লোকের খাবারের ব্যাবস্থা করা হয় ।

জেলের সঙ্গে বাবা রামপালের সম্পর্ক অনেক পুরাতন । ২০০৬ সালে তিনি একবার মার্ডার কেসের জন্য জেলে যান । তারপর তিনি নানা কৌশল বের করে নিজেকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচান । কিন্তু এইবার রামপাল নতুন নাটকীয়তা করার জন্য তার উপর মারাত্মক ১৯ টি ধারা লাগানো হয়েছে যাতে বাবা রামপালে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সঙ্গে ফাঁসী পর্যন্ত হতে পারে । আদালতকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য বাবা রামপাল যা জঘন্য চালবাজী করেছেন তাতে তাঁর মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে এবং তাঁর অর্ধেক সম্পত্তিও হারাতে পারেন ।

রামপালের উপর এইবার এমন এমন আইনী ধারা লাগানো হয়েছে যাতে রামপালের কৌশলের সমস্ত পথ বন্ধ । পুলিশ রামপালের এবং তাঁর প্রবক্তা, আশ্রম কমিটি ও অনুসারীদের উপর দেশদ্রোহীর মতো ১৯ টি ধারার ভিত্তিতে চার্জসীট তৈরী করেন । যে যে ধারা বাবা রামপালের উপর লাগানো হয়েছে তা হল, ১) ধারা - ১২০, এই ধারা সামাজিক অপরাধের চক্রান্ত । ২) ধারা - ১২১, এই ধারায় দেশদ্রোহীতার অভিযোগ করা হয়েছে যাতে রামপালের যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ফাঁসী পর্যন্ত হতে পারে । ৩) ধারা - ১২১, এই ধারায় দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে যাতে রামপালের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হতে পারে । ৪) ধারা - ১২২, এই ধারায় যুদ্ধ করার মানসিকতায় অস্ত্রশস্ত্র জমা করার অভিযোগ রয়েছে যাতে রামপালের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হতে পারে এছাড়া হত্যা করার চেষ্টা অভিযোগও রয়েছে । ৫) ধারা ১২৩, এই ধারায় দশ বছরের কারাদন্ড থেকে শুরু করে রামপালের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হতে পারে । ৬) ধারা - ৪২৬, এই ধারায় আগযানী করা এই ধারায় দশ বছরের কারাদন্ড থেকে শুরু করে রামপালের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হতে পারে । এই ধারাগুলি ছাড়াও যে সরকারী ডিউটিতে বাধা পৌঁছানো এবং অপরাধের ষড়যন্ত্র করা অভিযোগও রামপালের উপর আছে । এই অপরাধ যদি প্রমাণ হয় তাহলে রামপালের সারা জীবন জেলের পোড়া রুটি তো তাকে খেতেই হবে বরং ফাঁসীও হতে পারে । শুধু তাই নয় বাবা রামপালকে ৫০ কোটি টাকার ক্ষতিপুরণও দিতে হতে পারে । হাইকোর্ট আগেই বলে দিয়েছে বাবা রামপালকে গ্রেফতার করার জন্য ৬০ ঘন্টার ঘেরাবন্দী এবং ৪৫,০০০ সেনাকে মোতায়েন করার জন্য সরকারের যে খরচা হয়েছে তাও বাবা রামপালের সম্পত্তি থেকে উসুল করা হবে । অর্থাৎ যদি জরিমানা লাগে তাহলে বাবা রামপালের অর্ধেক সম্পত্তি তো খতম হয়ে যাবে ।

(তথ্যসূত্র ঃ http://m.aajtak.in/story.jsp?sid=788366)

এই বাবা রামপালকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন তাঁর ১৮০০০ অনুসারী পুলিশের সামনে সারেন্ডার করেন । পুলিশ রামপালের ছেলে, ভাই এবং প্রবক্তা রাজকাপুরসহ ১৫০ জন অনুসারীকে গ্রফতার করে । গ্রেফতার করার সময় পুলিশের সঙ্গে হাঙ্গামা করার সময় যাঁরা মারা যান তাঁরা হলেন রোহতাকের ভগবতীপুর নিবাসী সন্তোষ (৪৫), দিল্লী নিবাসী সবিতা (৩১), বিজনৌর নিবাসী রাজবালা (৭০), পাঞ্জাব নিবাসী মলকিত কৌর (৫০), রজনী (২০) এবং দেড় বছরের একজন শিশু ।

আশ্রমটি অবৈধভাবে নির্মিত হয়েছিল

পুলিশ যত অভিযান চালায় বাবা রামপালের রহস্য ততই ফাঁস হতে থাকে জানা যায় রামপালের আশ্রমটি নির্মান হয়েছিল অবৈধভাবে । জেলা অফিস থেকে ১২ কিলোমিটার দুরে রোহতাক ঝাজ্জর রোডে করৌথা নামক স্থানে বাবা রামপালের ‘সত্যলোক’ আশ্রমটি আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বানানো হয়েছিল ।

ন্যাশনাল হাইওয়ে ৭১ এ এই আশ্রম কৃষি জমির উপর নির্মাণ করা হয় । আশ্রম নির্মানের জন্য কোন অনুমোদনও নেওয়া হয়নি । প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সন্ত্রাসবাদের আখড়া এই আশ্রমকে নির্মান করা হয় আর সরকারী অফিসাররা কোথায় যেন ঘুমিয়ে ছিলেন । এই আশ্রমটির সম্পত্তি নিয়েও কোর্টে মামলা চলছে ।

সন্ত রামপালের গ্রেফতারীকে নিয়ে হাঙ্গামা যদিও বারবালাতে অবস্থিত সত্যলোক আশ্রমে হয়েছিল কিন্তু পুরো মামলার সূত্র করৌথা আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত । ১৯৯৯ সালে এই আশ্রম নির্মানের সময় প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে কয়েক লাখ টাকার রাজস্ব হড়প করা হয় ।

৫/৬ বছর আগে ১২ একর জমি নিয়ে নির্মিত এই আশ্রম সম্পূর্ণ অবৈধ । এর কোন নক্সা পাশ নেই । ২০০৬ সালে রোহতাকের করৌথায় হাঙ্গামা হওয়ার তি বছর পর বারবালাতে ১২ একর জমিনে এই ‘সত্যলোক’ আশ্রম নির্মান করা হয় ।

আশ্রমটি ন্যাশনাল হাইওয়ের সঙ্গে সেঁটে আছে । ন্যাশনাল হাইওয়ের ২৫ থেকে ৫০ মিটার পর্যন্ত কোন কিছু নির্মান আইন বিরুদ্ধ । এইভাবে ন্যাশনাল হাইওয়ের স্যাডিউল্ড রোড অ্যাক্ট এবং আইনেরও অবমাননা করা হয়েছে ।

করৌথা আশ্রমের জমি নিয়ে ধোকাবাজীর মামলার ব্যাপারে আর্য সমাজের উকিল অ্যাডভোকেট নরেন্দ্র কাটারিয়া বলেন যে আশ্রম নির্মানের সময় নিয়ম কানুন অমান্য করা হয় । কয়েকবার প্রশাসন ও সরকারের তরফ থেকে করা হয় কিন্তু কোনো ব্যাবস্থা নেওয়া হয়নি । কৃষিজমিকে অন্য কাজে লাগাবার জন্য CLU (Change of Land use) আবশ্যিক এবং নর্মান বিকাশ শুল্ক জমা করাও আবশ্যিক কিন্তু বাবা রামপাল আশ্রম নির্মানের জন্য তিনি CLU নেন নি এবং নক্সা পাশও করান নি । অর্থাৎ তাঁর এই আশ্রমটি সম্পূর্ণ অবৈধ ।

রামপাল যদি মুসলমান হতেন তাহলে কি হত ?

একটু চিন্তা করুন সন্ত রামপাল যদি হিন্দু না হয়ে মুসলমান হতেন তাহলে কি হত ? রামপালের আশ্রমে এত পরিমান অস্ত্রের ভান্ডার মওজুদ থাকার কারনে তাকে এতদিনে ইরাকের ISIS (Islamic State Iraq And Siriya) এর এজেন্ট বলে প্রচার করা হত বা ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা বা মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের তালিবান বা মুহাম্মাদ মাসউদ আযহারের জৈশ-এ-মুহাম্মাদ বা হাফিয সয়ীদের

লস্করে তাইয়েবা অথবা হরকাতুল জিহাদ, হরকাতুল মুজাহিদ, জামাআতুল মুজাহিদ, ইন্ডিয়ান মুজাহিদীন, সিমির এজেন্ট বলে ভারতীয় ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিয়া শোরগোল শুরু করে দিত।

এতদিনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা NIA (National Investigation Agency) সারা দেশের শ' পাঁচেক মুসলমান যুবককে গ্রেফতার করে তদন্তের নামে প্রহসন শুরু করে দিত। যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন প্রমান না পাওয়া যেত তাহলে I.B (Intelligence Burou) দ্বারা যা অধিকাংশ ব্রাম্ভন্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত এবং আর. এস. এস এর চেয়েও কট্টর হিন্দুত্ববাদী তাদের দিয়ে মনগড়া বানানো প্রমান তৈরী করে মুসলমান যুবকদের ফাঁসানো হত যাতে ইসলাম ধর্মকে বদনাম করে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানো যায়।

রামপালের জায়গায় যদি মুসলমান হতেন তাহলে এতদিনে সারা দেশে বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যেত এবং রামপালের সম্পর্ক সিমি বা ইন্ডিয়ান মুজাহিদীনের সাথে যুক্ত করে শত শত ভারতীয় মুসলমানকে সাজানো এনকাউন্টারে হত্যা করা হত। কিন্তু তা আর হল না কেননা তিনি যে রামপাল, আজমল আমির কাসাব তো নন।

আসারাম বাপু

২০১৩ সালে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি বাবা আসারাম বাপুর নামে নাবালিকা মেয়ের উপর যৌন শোষন করার মুকাদ্দামা (মামলা) করা হয়। ১৬ বছরের পীড়িত বালিকা অভিযোগ করে যে তাকে ভূত ছাড়াবার নাম করে আসারাম তার উপর যৌন শোষন চালায়। মামলা করার পর জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যখন আসারাম বাপুকে ডাকা হয় তখন তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিতে আরম্ভ করেন। তিনি তাঁর ইন্দোরের আশ্রমে লুকিয়ে থাকেন। আশ্রমের বাইরে তাঁর সমর্থকরা মিডিয়া এবং পুলিশের উপর হামলা শুরু করে।

এইভাবে কয়েকদিন ছলচাতুরির পর যোধপুর পুলিশ আসারাম বাপুকে ২০১৩ সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখে গ্রেফতার করে। তিনি বলেন, কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধী এবং তাঁর পুত্র রাহুল গান্ধীর ইশারায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। লোকসভা নির্বাচনের পর ভারতীয় জনতা পার্টী বিজয়ী হওয়ার পর তিনি বলেন, এখন ভালো দিন এসেছে। যদিও এখনও তাঁকে জামানত দেওয়া হয়নি। সুপ্রিম কোর্টও তাঁর জামানতের আবেদন খারিজ করে দেয়। বাবাজীবন আপাতত এখন জেলে আছেন।

স্বামী নিত্যানন্দ

কর্ণাটকের সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি সয়ম্ভু বাবা স্বামী নিত্যানন্দের উপরও যৌন শোষনের অভিযোগের মামলা চলছে। ২০১০ সালে একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছিলো যেখানে স্বামী নিত্যানন্দ একজন মহিলার সঙ্গে আপত্তিজনক ও সন্দেহজনকভাবে ছিলেন। এই ভিডিয়ো ক্লিপের প্রসারণ সান টিভি (Sun TV) করেছিল। এই চ্যানেলের দাবী যে, যে মহিলার সঙ্গে স্বামী নিত্যানন্দ আপত্তিজনকভাবে ছিলেন সেই মহিলাটি তামিল অভিনেত্রী রঞ্জিতা। পুলিশ এই ভন্ড বাবা স্বামী নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে ধর্ষনের মামলা চালায়। এই জঙ্গি স্বামী নিত্যানন্দও গ্রেফতারের ৪৯ দিন আগে পর্যন্ত পুলিশের চোখে ধুলো দিতে থাকেন। তাকে ২১ এপ্রিল ২০১০ সালে হিমাচল প্রদেশ থেকে গ্রফতার করা হয়।

বাবা চন্দ্রস্বামী

বাবা চন্দ্রস্বামীর হিন্দুদের বিখ্যাত সাধুবাবা ছিলেন। বাবা চন্দ্রস্বামীর সঙ্গে একাধিক রাজনীতিবিদদের সাথে উঠাবসা ছিল। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে তিনি কত উঁচু মানের সাধুবাবা ছিলেন। অর্থাৎ তিনি হিন্দুদের মধ্যে খুব প্রভাবশালী সাধু বলে পরিচিত ছিলেন। প্রাক্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হত্যায় তাঁর যোগসূত্র ছিল বলে ১৯৯৮ সালে এম. সি জৈন রিপোর্টে দাবী করা হয়। আয়কর বিভাগ তাঁর আশ্রমে হানা দিলে একাধিক অস্ত্র ব্যাবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকার প্রমান পাওয়া যায়।

বাবা ধীরেন ব্রম্ভচারী

বাবা ধীরেন ব্রম্ভচারী হিন্দুদের বিখ্যাত সাধুবাবা ছিলেন এবং তিনি তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর যোগগুরু ছিলেন । অর্থাৎ তিনি একজন বড় মাপের সাধুবাবা ছিলেন । ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ধরণ নিয়ে সেই সময় সারা দেশ তোলপাড় হয় । তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৯৪ সালে । মৃত্যুর পর তাঁর একাধিক সম্পত্তি বেআইনী বলে সরকার বাজেয়াপ্ত ঘোষনা করে এবং তাঁর সম্পত্তি দখল করে ।

গুরমিত রাম রহিম সিং

বাবা গুরমিত রাম রহিম সিং ডেরা সাচ্চা সাওদা গোষ্টির প্রধান গুরু । তিনি হিন্দুদের বিখ্যাত সাধু নামে পরিচিত । সিরসায় গোষ্ঠীর সদর দফতরে মহিলা ধর্ষনের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে । এমনকি দুইজন সাংবাদিকের হত্যার অভিযোগও তাঁর নামে রয়েছে ।

স্বামী প্রেমানন্দ

দক্ষিনের তিরুচিরাপল্লী আশ্রমের স্বামী প্রেমানন্দও হিন্দুদের কম খ্যাতনামা সাধুবাবা নন । তিরুচিরাপল্লী আশ্রমের এই ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ১৩ জন মহিলাকে ধর্ষনের প্রমাণ পাওয়া যায় । শ্রীলঙ্কার এক নাগরিককে হত্যার মামলাও তাঁর উপর চাপে ।

স্বামী সদাচারী

স্বামী সদাচারী হিন্দুদের মধ্যে একসময় প্রচন্ড প্রভাবশালী সাধুবাবা ছিলেন । কিন্তু রাজনীতিতে পদার্পন করার জন্য তাঁর প্রভাব ক্রমে ক্ষুন্ন হয় । যৌনপল্লী (বেশ্যাখানা) চালানোর অপরাধে তিনি আপাতত এখন জেলে আছেন ।

স্বামী ভিমানন্দজি মহারাজ

চিত্রকুটের ইচ্ছাধারী সন্ত স্বামী ভিমানন্দজি মহারাজ একজন প্রভাবশালী ধর্মগুরু । ১৯৯৭ সালে দেহব্যাবসা চালানোর অপরাধে তিনি লাজপত নগর থেকে গ্রেফতার হন । জেল থেকে বেরিয়ে নিজেকা সাঁই বাবার শিষ্য বলে পরিচয় দেন এবং এখন প্রভাবশালী ধর্মগুরুতে পরিনত হন ।

মহাঋষি মহেশ যোগী

বাবা মহাঋষি মহেশ যোগী একনজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ধর্মগুরু বলে পরিচিত । দেশে ও বিদেশে নানা জায়গায় তাঁর আশ্রম রয়েছে । তিনি মহিলাভক্তদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং টাকা পয়সা নিয়ে নানা কেলেঙ্কারীতেও জড়িয়ে পড়েন ।

রজনীশ

ওশো রজনীশ রাজনীতি, ধর্ম, যৌনতাসহ নানা বিষয়ে ছকভাঙা মতামতের জন্য বরাবরই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন । আশির দশকে আমেরিকায় অভিবাসন সংক্রান্ত নিয়ম এড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন । তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করেন । চিন্তা করুন হিন্দুদের ঈশ্বরও গ্রেফতার হন তাও আবার আমেরিকার হাতে । অর্থাৎ হিন্দুদের ঈশ্বরের থেকে আমেরিকার ক্ষমতা বেশী ।

সন্ত রামপাল, আসারাম বাপু, নিত্যানন্দ, চন্দ্রস্বামীর, ধীরেন ব্রম্ভচারী, বাবা গুরমিত রাম রহিম সিং, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সদাচারী, চিত্রকুটের ইচ্ছাধারী সন্ত স্বামী ভিমানন্দজি মহারাজ, বাবা মহাঋষি মহেশ যোগী, ওশো রজনীশ প্রভৃতিরা এত কান্ড করা সত্যেও তাদেরকে মিডিয়া সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যায়িত করে না

তাদের আশ্রমে এত পরিমান অস্ত্র মওজুদ থাকা সত্যেও আশ্রমগুলিকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলা হল না অথচ মাদ্রাসায় আজ পর্যন্ত কোন হাতিয়ার পাওয়া যায়নি তবুও ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিয়া মাদ্রাসাকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে । কারণ একটাই অধিকাংশ মিডিয়াই সন্ত রামপাল, আসারাম বাপু, নিত্যানন্দ, চন্দ্রস্বামীর, ধীরেন ব্রম্ভচারী, বাবা গুরমিত রাম রহিম সিং, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সদাচারী, চিত্রকুটের ইচ্ছাধারী সন্ত স্বামী ভিমানন্দজি মহারাজ, বাবা মহাঋষি মহেশ যোগী, ওশো রজনীশ প্রভৃতিদের ভক্ত ।

এর আগে এইসব ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিরাই ওইসব গুরুদের প্রবচন সরাসরী প্রসারন করেছে । তাহলে রামপালের মতো ব্যাক্তিদেরকে সন্ত্রাসবাদী বললে যে তাদের হাঁড়ি খোলা মাঠে ভেঙে যাবে ।

জামাআতুল মুজাহিদীনের নামে পোস্টার

কোলকাতার একটি কলেজের বি. কম প্রথম বর্ষের অমিয় সরকার নামে একজন হিন্দু যুবক দেওয়ালে পোষ্টার লাগিয়ে দেয় ফলে এলাকায় চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয় । কোলকাতার বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে । তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৫০৫ ধারায় (পাবলিক মিসচিফ) মামলা দায়ের করা হয়েছে । পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত ডিসি জানিয়েছেন, ‘‘তদন্তে জানা যায় ১৯ বছর বয়সী ওই কলেজের ছাত্রের নাম । তবে এই ঘটনায় কোনো জঙ্গীসূত্র পাওয়া যায়নি ।’’ গত ২৭ শে নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) রাজারহাট থানা এলাকায় বিষ্ণুপুরে একটি স্কুল সংলগ্ন দেওয়ালে হঠাৎ করেই জামাআতুল মুজাহিদীনের পোষ্টার দেখতে পাওয়া যায় । তাতে ১৮ বছরের এক কিশোরীকে মানববোমা হিসাবে ব্যাবহার করার হুমকি দেওয়া হয় । সেই পোষ্টারে দুটি মোবাইল নম্বরের ইঙ্গিত দেওয়া হয় এবং সাংকেতিক ভাষায় নামও লেখা ছিল । সেই হাতে লেখা পোস্টারে লেখা ছিল, ‘‘তোমরা আমাদের আর আটকাতে পারবে না । আমরা পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গাতে ছড়িয়ে আছি । ১৮-১৯ বছরের ছেলে মেয়েদেরকেই ব্যাবহার করব । প্রথম বিস্ফোরণ করব শিয়ালদাহ ষ্টেশনের কাছে । নজর রাখছি ১৮ বছরের একটি মেয়ের উপর । যেকোনো সময় ধরে মানব বোমায় পরিণত করব । মেয়েটির ব্যাপারে সব জানি ।’’

এই ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ জানিয়েছে ফেসবুকের বান্ধবীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই যুবক অমিয় সরকার জেহাদী পোষ্টার লাগিয়েছিল । পুলিশ এও বলেছে ‘অনির্বান সেন’ নামে ফেসবুকের একজনের সঙ্গে অমিয় সরকারের পরিচয় হয় । প্রোফাইলের নাম পুরুষের হলেও ব্যাবহারকারী ছিলেন একজন তরুনী । কিন্তু হঠাৎ করেই প্রোফাইলটি ‘ডিসেবেলড’ হয়ে যায় । চ্যাটে পাওয়া ফোন নম্বরটিও কাজ করেনি । এ কারণে মানসিক আঘাত পেয়েই নাকি ‘বান্ধবী’র উপর প্রতিশোধ নিতে তার নম্বর দিয়ে পোষ্টার সাঁটিয়ে দেয় এই ধৃত অমিয় সরকার । এটাই পুলিশের বক্তব্য ।

এখানে পুরো ব্যাপারটাই যেন গোলমেলে ব্যাপার । সাধারণত আমরা জানি ছেলেরাও মেয়েদের নামে ফেসবুকে ফেইক অ্যাকাউন্ট তৈরী করে মেয়েদের সঙ্গে চ্যাটিং করে । কিন্তু এখানে বলা হয়েছে তরুনী নাকি অনির্বান সেন নামে অ্যাকাউন্ট তৈরী করে ছেলেদের সঙ্গে চ্যাটিং করত । যদি তাই হয় তাহলে মেয়েটার আসল নাম কি ছিল ? কোথায় বাড়ি ? তার কোন বিবরণ পুলিশ দেয়নি । নাকি অমির সরকার ও অনির্বান সেন দুজনের সাথে কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সংযোগ ছিল ? ব্রাম্ভন্যবাদী পুলিশ হিন্দু জঙ্গী সংগঠনকে বাঁচাবার জন্য ফেসবুকের কাহিনী তৈরী করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ।

কোলকাতার মত শহরের একজন বি. কম প্রথম বর্ষের ছাত্র কি জানে না যে জিহাদী পোষ্টারে হুমকী দেওয়ার পর ধরা পড়লে তার কি শাস্তি হতে পারে ? পুরো ব্যাপারটাও যেন গোলমেলে ।

এখন একটু ভাবে দেখুন যদি পোষ্টার সাঁটানোকারী ব্যাক্তি অমিয় সরকার (হিন্দু) না হয়ে আজমল নামক মুসলমান হত তাহলে কি হত ? যদি সে সত্যই ফেসবুকের বান্ধবীকে ঠকানোর জন্য জেহাদী পোষ্টার লাগিয়ে জামাআতুল মুজাহিদীনের নাম ব্যাবহার করত তাহলে তার কোন কথাই শোনা হত না । তাকে জোর করে চক্রান্ত করে কোলকাতা ব্রাম্ভন্যবাদী পুলিশ জামাআতুল মুজাহিদীনের কর্মী বানিয়ে ফেলত এবং তার উপর ১০-১২টা বোমা বিস্ফোরণের চার্জশীট তৈরী করে তাকে নিয়ে মিডিয়ার যোগসাজিসে এমন কাহিনী বানানো হত সে যেন হাফিয সয়ীদের লস্করে তাইয়েবা, ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা, আবু বকর আল বাগদাদীর ইসলামিক ষ্টেট, মাসউদ আযহারের জৈশে মুহাম্মাদ অথবা সে যেন দাউদ ইব্রাহীমের খাস লোক । তার পরিবারবর্গকে হেনস্থা করা হত, তার বন্ধু বান্ধবদেরকেও সন্ত্রাসবাদীবের এজেন্ট বানিয়ে পেশ করতো এবং জোর করে প্রচার করা হতো পাকিস্তানের অমুক অমুক সংগঠনের কাছ থেকে সে জিহাদী প্রশিক্ষন নিয়েছে এবং অমুক জায়গা থেকে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষন নিয়েছে । আই. বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) দ্বারা তার বাড়িতে দু চারটি জিহাদী পুস্তক গোপনে রেখে দিয়ে জেরা করা হতো অথবা কলেজেরই কোন পাঠ্যপুস্তককে জিহাদী পুস্তক বলে ফলাও করে প্রচার করে একটা শোরগোল সৃষ্টি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদেরকে ক্ষিপ্ত করা হতো যাতে পশ্চিমবঙ্গে গুজরাটের মতো একটা দাঙ্গা বাঁধানো যায় এবং তাতে রাজনৈতিক রুটি সেঁকে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারে আর গুজরাটে যেরকম নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ জঙ্গী বাহিনী মুসলমানদেরকে খোলা আকাশের নিচে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ঠিক সেই রকম যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদেরকেও হত্যা করা যায় । কিন্তু পুলিশের সে চক্রান্ত সফল হলোনা । করণ ছেলেটি আজমল হয় অমিয় সরকার । অমিয় সরকারও হিন্দু এবং তাকে নিয়ে যারা গল্প বানিয়ে মুক্ত করেছে তারাও হিন্দু আর মিডিয়াও হিন্দুত্ববাদীদের নিয়ন্ত্রনে ।

ভারতে আই. বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) সন্ত্রাস

আই. বি বা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো হল ভারতের একটি অন্যতম গোয়েন্দা সংস্থা যা সম্পূর্ণ ব্রাম্ভন্যবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । শুরু থেকেই ব্রাম্ভন্যবাদীরা আই. বি এর গুরুত্বপূর্ন স্থায়ী পদে নিয়োজিত আছেন । সেই সঙ্গে আর. এস. এস এর মতো ব্রাম্ভন্যবাদী সংগঠন বিভিন্ন রাজ্যের নওজোয়ান ব্রাম্ভন আই. পি. এস অফিসারদেরকে ডেপুটেশনে আই. বি তে যাবার জন্য উৎসাহিত করা শুরু হয় । মারাঠী পত্রিকা 'বহুজন সংঘর্ষ' (৩০ এপ্রিল ২০০৭) এ প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে,

"এই রকম আই. বি'র বিশিষ্ট পদে আর. এস. এস এর হিতাকাঙ্খীদের আসীন হবার পর তারা এই নীতি গ্রহণ করে যে তারা স্বয়ং রাজ্যের এমন ব্যাক্তিদের চিহ্নিত করত যারা তাদের দৃষ্টিতে আই. বির জন্য উচিৎ মনে হত এবং তাদেরকেই আই. বিতে নিযুক্ত করা হতে লাগল । যার ফলাফল এটাই হল যে আর. এস. এস এর বিচারধারায় প্রভাবিত যুবকদেরকে আই. পি. এস অফিসাররা নিজেদের সময়কালে শুরুতেই আই. বিতে নিযুক্ত হতে লাগলেন এবং ১৫, ২০ বছর পর্যন্ত আই. বিতেই রইলেন । কিছু ব্যাক্তি তো সারা জীবন আই. বিতেই রয়ে গেলেন । উদাহারণস্বরুপ মহারাষ্ট্র ক্যাডারের অফিসার বি. জি বৈদ্য কর্মজীবন শেষ করা পর্যন্ত আই. বিতেই ছিলেন । মজার কথা হল যখন তিনি আই. বির ডাইরেক্টর ছিলেন তখন তাঁর ভাই এম. জি বৈদ্য মহারাষ্ট্রের আর. এস. এস এর প্রধান ছিলেন । উদাহারণস্বরুপ মহারাষ্ট্র ক্যাডারের অফিসার বি. জি বৈদ্য কর্মজীবন শেষ করা পর্যন্ত আই. বিতেই ছিলেন । মজার কথা হল যখন তিনি আই. বির ডাইরেক্টর ছিলেন তখন তাঁর ভাই এম. জি বৈদ্য মহারাষ্ট্রের আর. এস. এস এর প্রধান ছিলেন । যদি আই. বির এমন তালিকা উপর দৃষ্টিপাত করা হয় যা বিভিন্ন রাজ্য থেকে ডেপুটেশনে আই. বিতে নেওয়া হয়েছে তাদের অধিকাংশই আর. এস. এস এর হিতাকাঙ্খী ছিলেন অথবা আর. এস. এস এর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক ছিল এবং তারা হয় আর. এস. এস এর ইশারাই আই. বি অথবা 'র' (RAW/Research & Analysis Wing) তে গিয়েছেন অথবা তাদেরকে এই সংগঠনে মওজুদ আর. এস. এস এর এজেন্ডা পূর্ণকারী অফিসাররা নিযুক্ত করেছেন । রেকর্ড দেখাবার জন্য এমন অফিসারও আই. বি তে নিযুক্ত করা

হয়েছে যাদের সম্পর্ক আর. এস. এস এর সঙ্গে নেই কিন্তু স্থায়ীভাবে গুরুত্বহীন কাজের দায়ীত্বভার দেওয়া হয়েছে ।”

তাহলে দেখুন যে আই. বি বা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো আর. এস. এস এর সঙ্গে এমন আঁতাত সম্পর্ক তারা কিভাবে মুসলমানদের সঙ্গে ভাল ব্যাবহার করতে পারে ? আর. এস. এস এর মূল লক্ষই হল ভারত থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা । তাতে আই. বি সহযোগিতা করবে না এটা কি করে সম্ভব । আরো বলা হয়েছে যে গোয়েন্দা সংস্থা আই. বি আর. এস. এস এর থেকেও কট্টর ব্রাম্ভন্যবাদী । একটা উদাহারণের মাধ্যমে তা স্পষ্ট বোঝা যায়, দিল্লী ইউনিভার্সিটির প্রফেসার আব্দুর রহমান গিলানীকে সংসদ ভবনে সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য গ্রেফতার করা হয় এবং হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট উভয় আদালত তাঁকে নির্দোষ বলে ঘোষনা করেন । তেহেলকা পত্রিকার ২২ নভেম্বর ২০০৮ সালের সংখ্যায় লিখেছেন, “আমি এই ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি । তাদের সঙ্গে বসে আমার কখনো মনে হয়নি যে আমি কোন গণতন্ত্র দেশের কোন অফিসে বসে আছি । বরং সবসময় আমার মনে হয়েছে যে আমি আর. এস. এস এর কোন অফিসে বসে আছি ।”

দিল্লী ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসারের সঙ্গে যদি ব্রাম্ভন্যবাদী আই. বি এত জঘন্য ব্যাবহার করে তাহলে সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে তারা কিরকম ব্যাবহার করবে তা পরিস্কার অনুমেয় । আর ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো যে একটি সাম্প্রদায়িক গোয়েন্দা সংস্থা এর পরিস্কার বোঝা যায় যে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এতে কোন মুসলমান অফিসার ছিলেন না । (কমিউনিজম কমব্যাট, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, দ্য টেলিগ্রাফ, কোলকাতা ১৮ মার্চ ১৯৯৩ এবং দ্য সান্ডে ২৭ মার্চ - ২ এপ্রিল ১৯৯৪) ৯৯৩ সালে কিছু মুসলমানকে আই. বিতে নিযুক্ত করা হলেও তাদেরকে ভরষা করা হতো না ।

ভারতে যতবার সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে প্রত্যেক বারই আই. বি তার তদন্ত করার জন্য এগিয়ে এসেছে । প্রাথমিক তদন্তে যখন হিন্দুত্ববাদীরা কোন সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ডে ফেঁসে গেছেন তখনই আই. বি তাদেরকে বাঁচাবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে । যেমন, ১১ অক্টোবর ২০০৭ সালে আজমির শরীফে বোমা বিস্ফোরণের পর আই. বি রিপোর্ট প্রকাশ করে যে এই হামলা লস্কর এ তাইয়েবা অথবা জৈশ এ মুহাম্মাদ অথবা হুজি একত্রিত হয়ে এই কাজ করেছে । কিন্তু পরে পরে যখন মালেগাঁওয়ে বোমা বিস্ফোরণ হয় তখন প্রমাণ হয় যে আজমির শরীফে এবং মালেগাঁওয়ে বোমা বিস্ফোরণ করে হিন্দুত্ববাদীরা । নার্কো টেস্টে লেফটেনেন্ট কর্নল প্রসাদ পুরোহিত স্বীকার করে যে সে মহন্ত দয়ানন্দ পান্ডের কথায় আজমির এবং মালেগাঁওয়ে বোমা বিস্ফোরণের জন্য বিস্ফোরক দ্রব্য সাপ্লাই করে । (সকাল, পুনা ১৫ নভেম্বর ২০০৮) অভিনব ভারতের স্বাধী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর এবং অজয় রাহিকর পুলিশের কাছে বায়ানে বলে যে ২০০৭ সালের বিস্ফোরণের সে মাস্টারমাইন্ড ছিল । (হিন্দুস্তান টাইমস, দিল্লী, ২৪ জানুয়ারী ২০০৯)

যখন হিন্দুত্ববাদীরা এই বোমা বিস্ফোরণে গুরুতরভাবে ফেঁসে যান তখন আর. এস. এস এর পোষ্যপুত্র আই. বি তাদেরকে বাঁচাবার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায় । এবং কিছু কিছু জায়গায় আই. বি নিজে বোমা বিস্ফোরণ করে মুসলমান যুবকদের ধড়পাকড় শুরু করে । এমনকি ২৬/১১ এর সময় সি এস টি কামা রঙ্গভবন লেনে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয় তখন গুড়গাঁও চৌপাটীতে সন্ত্রাসবাদীদেরকে যাবার জন্য স্কাডা কারের বিশেষ ব্যাবস্থা আই. বির ষ্টক থেকেই করা হয়েছিল । এমনকি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা আই. বি স্বয়ং এ টি এস চীফ হেমন্ত কারকারেকে হত্যা করতে সাহায্য করে । যেহেতু কারকারে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদেরকে হাতেনাতে ধরেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ময়নাতদন্ত শুরু করেন । সেইজন্য আই. বি গুরুতরভাবে ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কায় কারকারেকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে কেননা আই. বি জানত হিন্দুত্ববাদীরা আদালতের কাঠগড়ায় গেলে আই. বির গলায় ফাঁসীর দড়ি পরানো হবে যেহেতু তারাই হিন্দুত্ববাদীদেরকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ করতে সাহায্য করেছে ।

২৬/১১ এর হামলার ব্যাপারে আই. বি সবকিছুই জানত তবুও আগে থেকে তারা মুম্বাই পুলিশ এবং ওয়াস্টার্ন নেভি কামান্ডকে কোন তথ্য দেয়নি এবং ‘র’ যে আই. বি কে গৃহ মন্ত্রালয়ের মাধ্যমে ৩৫টি মোবাইল নম্বর দিয়েছেল যে নম্বরগুলি লস্কর এ তাইয়েবার সন্ত্রাসীরা মুম্বাই হামলার ৫ দিন আগে ব্যাবহার করেছিল কিন্তু সেই নম্বরগুলি আই. বি ততক্ষন নযরে রাখেনি যতক্ষন না রঙ্গভবন লেনে সন্ত্রাসী হামলা না হয়েছিল যদিও তারা সেই ৩৫টি নম্বর নযরে রেখেছিল তারা নিজের অসৎ উদ্দেশ্যেই তা ব্যাবহার করেছি। কারণ ২৬/১১ এর সময় রঙ্গভবন লেনে যে হামলা হয়েছিল তার পিছনে আই. বিরই অদৃশ্য হাত ছিল। যদি তারা সেই ৩৫ টি নম্বরের উপর নযর রাখত তাহলে আই. বির অসৎ উদ্দেশ্য কখনো সফল হতো না এবং হেমন্ত কারকারেকেও তারা হত্যা করতে পারত না।

রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার তথ্য নিয়ে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো প্রচুর হেরফের করে এবং জেনেশুনে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করেনি। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো জানত যে ১৯৩৪ সালের পর থেকে ৫ বার হত্যা করার প্রয়াস করা হয় এবং নাথুরাম গডসে আগেও গান্ধীজীকে হত্যা করার প্রয়াস করে। এমনকি হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সালের একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে যে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং দিল্লী পুলিশের একটি বিশেষ শাখা দুইজন মুসলিম যুবক মুহাম্মাদ মাআরিফ কমর এবং ইরশাদ আলীর উপর আর ডি. এক্স রাখার অভিযোগ উত্থাপিত করার কথা ছিল এবং সন্ত্রাসবাদী ঘোষনা করার কথা ছিল। এবং ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডাইরেক্টর নিজে কোন আইনের শাস্তি না দিয়ে একজন যুবককে হত্যা করেন।

‘হু কিল্ড কারকারে ?’ (Who Killed Karkare ? The Real Face of Terrorism in India) নামক বইয়ে লেখা আছে, “.....সহজেই একথা বোঝা যায় যে সুরাটে সক্রিয় বোমা পাওয়া এবং আহমদাবাদে বিস্ফোরণ, এই সবই আই. বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো), আর. এস. এস. এবং আমেরিকার এজেন্সি (কেন হেভিড যার এজেন্ট ছিল) প্রভৃতিদের কাজ।”

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো দুই বার সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ কান্ডে তদন্ত করতে আসে। প্রথমবার হরিয়ানা পুলিশ পুরো তদন্তের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছিল তখন এবং দ্বিতীয়বার হেমন্ত কারকারের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের এ টি এস পুরো তদন্ত করে নিয়েছিল। এই দুই বারই আই. বি নিজেদের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য এই তদন্তে বাধা দান করে এবং ব্রাম্ভন্যবাদীদেরকে যারা এই সন্ত্রাসবাদী কর্মে লিপ্ত ছিল তাদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এবং লেফটেনেন্ট কর্নল প্রসাদ পুরোহিত যে সেনাবিভাগ থেকে অধিক পরিমানে আর. ডি. এক্স চুরি করে পালিয়েছিল এবং মালেগাঁও বিস্ফোরণ, সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণের মূল অপরাধী ছিল এবং আই. বি কর্নল প্রসাদ পুরোহিতের সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ড সম্পর্কে জানত যে তার সম্পর্ক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন অভিনব ভারতের সঙ্গে আছে কেননা সে কয়েকবার তাদের বৈঠকে অংশ নিয়েছিল। (হিন্দুস্তান টাইমস, মুম্বাই, ২৩ জানুয়ারী ২০০৯) তা সত্ত্বেও অতিথি অধ্যাপক হিসাবে “মহারাষ্ট্রের এ টি এস (ATS/Anti Terrorist Squad) অফিসার দ্বারা বিস্ফোরক দ্রব্য কিভাবে চেনা যায়” বিষয়ে সম্বোধন করার জন্য আমন্ত্রন করে। তখন আই. বি এই ব্যাপারে কোন আপত্তি করেনি। বরং আই. বি স্বয়ং জঙ্গী কর্নল প্রসাদ পুরোহিতকে প্রশিক্ষন দেওয়ার জন্য আমন্ত্রন করে।

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের নিকট এত পরিমাণ অস্ত্রের ভান্ডার মওজুদ রয়েছে এবং বিভিন্ন আশ্রমে যে সাধু সন্তদের নিকট এত পরিমান গোলা বারুদের গুদামঘর রয়েছে এবং আর. এস. এস ও বজরঙ্গ দলের সারা ভারত জুড়ে এত সংখ্যক জঙ্গি প্রশিক্ষন কেন্দ্র রয়েছে এবং তার ব্যাপারে আই. বির কোন মাথাব্যাথা নেই। আই. বির কাছে তার দেশদ্রোহী নয়। কারণ আই. বির মস্তিষ্কই হল হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। আর আই. বি যদি আর. এস. এস এর মতো কট্টর হিন্দুত্ববাদীদেরকে সমর্থন না করত তাহলে কোনদিন আর. এস. এস মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না এবং আর. এস. এস কবে খতম হয়ে যেত কিন্তু আই. বি চায় না আর. এস. এস খতম হোক এবং ভারতে সন্ত্রাসবাদ খতম হোক কারণ আই. বি আর. এস. এস এর চেয়েও

বেশি ব্রম্ভন্যবাদী । আই. এটাই চাই যে ভারত হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হোক এবং মুসলমানদেরকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা হোক । কারণ আই. বি হল ভারতের সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের মুখোশ পরে সরকার সহ ভারতের ১২০ কোটি জনসংখ্যাকে বিভ্রান্ত করছে । আমরা জানি আই. বির চক্রান্ত কোনদিনই সফল হবে না এবং কোনদিনই ভারত হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হবে না এবং তারা কোনদিনই মুসলমানদেরকে ভারত থেকে বিতাড়িত করতে পারবে না কেননা ইংরেজদের যুগে এই আই. বির পূর্বসূরী ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সরাই সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারীকে বলেছিল এই খদ্দর পরিধানকারী মৌলবী যে সারা ভারত জুড়ে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বেড়াচ্ছে তারা কিছুদিনের মধ্যেই খতম হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর রহমত যে ভারতে ব্রিটিশদের ইন্টেলিজেন্স বিতাড়িত হয়েছে এবং আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর রুহানী সন্তান উলামায়ে কেরামরা ভারতের প্রত্যেক গলিতে মওজুদ রয়েছেন । অনুরুপভাবে ভারত থেকে মুসলমানদেরকে তাড়া তো সম্ভব হবেই না বরং ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোই ভারত থেকে একদিন খতম হয়ে যাবে যদি তারা নিজেদের সন্ত্রাসী চিন্তাধারা পরিবর্তন না করে ।

পশ্চিমবঙ্গে এন. আই. এ সন্ত্রাস

বর্ধমানের খগড়াগড়ের বিস্ফোরণ কান্ডের পর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা NIA যেভাবে সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজার নামে নিজেরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অবতীর্ন হয়ে মুসলমানদেরকে হেনস্থা করছে । যেকোন মুসলমান যুবককে যেখানে সেখানে গ্রেফতার করে তদন্তের নামে প্রহসন শুরু করে দিয়েছে । এই ব্রাম্ভন্যবাদী NIA ভূয়া যুক্তি খাড়া করে যেকোন মাদ্রাসাকে তদন্তের নামে খানাতল্লাসী শুরু করেছে । তাদের যুক্তি যে এইসব মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্ররা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত সেজন্য মাদ্রাসায় খানাতল্লাসী শুরু করা হয়েছে । এটা সম্পূর্ণ ভূয়া যুক্তি কেননা আজ পর্যন্ত কোন মাদ্রাসার ছাত্রকে NIA সন্ত্রাসবাদী প্রমান করতে পারেনি । আর ভবিষ্যতেও প্রমাণ করতে পারবে না ইনশাল্লাহ । তবে আগে যেমন NIA এর জনক I.B (Intelligence Burou) ও মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ যেরকম নিজেরা সি. এস. টি রেলওয়ে স্টেশনে সন্ত্রাসবাদী হামলা করিয়ে আজমল আমীর কাসাবকে বলীর পাঁঠা বানিয়ে অভিযোগ মুক্ত হয়েছে সেরকম NIA ভবিষ্যতে যদি কোন মাদ্রাসার ছাত্র বা মাদ্রাসার শিক্ষককে বলীর পাঁঠা বানিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাহলে সেটা আলাদা ব্যাপার ।

NIA ইতিমধ্যে আমজাদ শেখ, মালদার ১৬ মাইল এলাকা থেকে জিয়াউল হক, গুয়াহাটি থেকে দাঁতের চিকিৎসক শাহনুর আলমের স্ত্রী সুজেনা বেগমকে, সাজিদ শেখ, সাজিদের স্ত্রী ফাতেমা, হায়দ্রাবাদ থেকে মায়ানমারের মুহাম্মাদ ওরফে খালিদ, কোলকাতা বিমানবন্দর থেকে রহমতুল্লাহকে, পূর্বাস্থলী থানার খড়দত্তপাড়ার হাসেম মোল্লা, আব্দুল হাকিম প্রভৃতিদেরকে গ্রেফতার করেছে কিন্তু কোনকিছু প্রমাণ করতে পারিনি ।

NIA এর এ যেন আজব তামাসা । তাঁরা যেন সারা বাংলা জুড়ে শুধু জঙ্গিসূত্র পাচ্ছেন কিন্তু কাউকে জঙ্গি বলে প্রমাণ করতে পারছেন না ।

বর্ধমানে খগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর NIA বলেছিল যে এটা ইন্ডিয়ান মুজাহিদীনের হাত ধরে আল কায়দা করেছে । কিন্তু এখন তারা ভোল পালটে বলছে যে এই কাজ জামাআতুল মুজাহিদীনের । বাংলাদেশের জামাআতুল মুজাহিদীন গোষ্ঠী নাকি ভারতবর্ষকে ইসলামী রাষ্ট্র বানাবার জন্য এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে । কি আজব প্রহসন ! এই রকম ধরণের কোন তথ্য রাঁচীর পাগলাগারদেরও কেউ দেয় না । যা আমাদের দেশের NIA নামক পাগলা প্রতিষ্ঠান ও তাদের সমর্থক ব্রাম্ভন্যবাদী মিডিয়া গোষ্ঠী দিচ্ছে । যে বাংলাদেশের তথাকথিত মুজাহিদীনরা এখনো পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারলো না এবং সেখানে শরীয়াতি আইন প্রনয়ণ করতে পারলো না সেই বাংলাদেশের গরীব মুসলমানরা নাকি ভারতকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করবে এবং এখানে নাকি

শরীয়াতী আইন প্রনয়ণ করবে । এই কথা NIA এর পাগলা গারদে যারা বসে আছে তাদেরকে বোঝাবে কে ? কোন পরিক্ষায় পাশ করে তারা NIA এর মতো গোয়েন্দাবিভাগে যোগদান করেছেন একমাত্র আল্লাহই জানেন ।

কিছুদিন আগে সন্ধার সময় নবদিগন্ত শিল্পনগরীতে NIA অফিসের সামনে একটি বোমা বিস্ফোরণ হয় । নবদিগন্তের এ. এন ব্লকের উলটোদিকে রয়েছে সি. আর. পি. এফের ৩ সিগন্যাল ব্যাটেলিয়ানের ক্যাম্পাস । তার ভিতরেই অস্থায়ী অফিস করেছে NIA তাহলে সেখানে আর কারা বোমা বিস্ফোরণ করতে যাবে ? সম্ভবত এই বিস্ফোরণ করেছে NIA অথবা সি. আর. পি এফের কোন ব্যাক্তি ।

আমাদের একথা বুঝতে অসুবিধা হয়না যে যেহেতু কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আছে এবং তারা ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র বানাবার প্রয়াস চালাচ্ছে আর NIA তাদের এটা করতে সাহায্য করছে । আর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার প্রবেশ করার চেষ্টা করছে সেজন্য প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনধরণের অপপ্রচার চালানো যাতে এই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতি বিনষ্ট হয় এবং তাতে বিজেপি যেন রাজনৈতিকভাবে মজবুত হয় । কারণ বিজেপির রাজনৈতিক খেলা হল সাম্প্রদায়িকতার খেলা । তারাই গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে নরেন্দ্র মোদী সেখানে জিতেছে এখন তারা বাংলার মাটিকে গুজরাট বা ভাগলপুরের মতো কিছু একটা করে রাজনৈতিকভাবে মজবুত হতে চায়ছে । এবং বিজেপি এই খেলায় NIA কে কাঠপুতুলের মতো ব্যাবহার করছে আর NIA ও তাদের ক্রীড়ানক হয়ে আঙ্গুলের ইশারায় নাচছে ।

ব্রম্ভন্যবাদী শক্তিগুলো ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র বানাবার জন্য উদ্বিগ্ন । আর এই কাজে পুর্ণরুপে সাহায্য করছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা NIA ও অন্যান্য গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো । কিন্তু তাদের চক্রান্ত কোনদিন সফল হবে না । একদিন না একদিন তাদের ষড়যন্ত্র মানুষের সামনে উলঙ্গে হবেই হবে এবং তারা নিজেদের মুখ লুকোবার জায়গা পাবে না । কারণ আল্লাহ বলেছেন, “কুল জাআল হাক্ক, ওয়া যাহাকাল বাতিল । ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা ।” অর্থাৎ যখন সত্যের আগমন হয় তখন বাতিল পলায়ন করে । নিশ্চয় বাতিল পলায়নকারী । *

---

* (তথ্যসূত্র ঃ আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে খতম করি/প্রণেতা মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম)

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

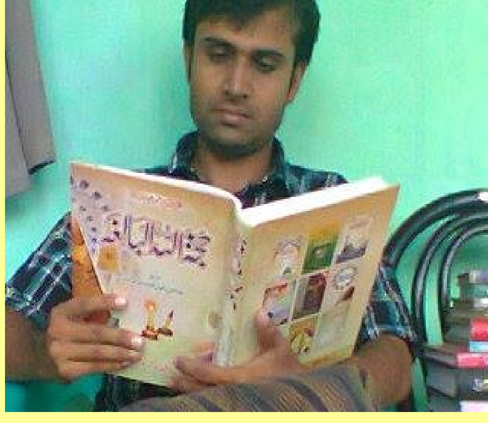
১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে । (অফ লাইন)
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ? (অফ লাইন)
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (অফ লাইন)
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ । (অফ লাইন)
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ ।
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ) (অন লাইন/অফ লাইন)
৬. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন । (অন লাইন)
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় । (অন লাইন)
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান । (অন লাইন)
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ? (প্রকাশিতব্য)
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ । (প্রকাশিতব্য)
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী । (প্রকাশিতব্য)
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা । (প্রকাশিতব্য)
১৩. আমরা সবাই তালিবান । (প্রকাশিতব্য)
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ? (প্রকাশিতব্য)
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী । (প্রকাশিতব্য)
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের । (অন লাইন)
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম ।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন । (প্রকাশিতব্য)
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত । (প্রকাশিতব্য)
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক । (প্রকাশিতব্য)
২১. আকিদা হায়াতুন নবী (সা:) (প্রকাশিত)
২২ বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অন লাইন)
২৩. আসুন সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে আমরা খতম করি । (অন লাইন)
২৪) আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]
২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]

পুস্তক সংগ্রহের ঠিকানা

(১) লেখকের বাড়ির ঠিকানায় ।
(২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9232609605
(৩) জিয়া বুক ষ্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
(৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ ।
(৫) বিদ্যার্থী, লোকপুর, হাটতলা, বীরভূম ।
(৬) বাড়াবন (ডাঙ্গালপাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নুরুল আবসারের নিকট । মোবাইল - +91 9679897029
(৭) আমিল হাফিয ওবাইদুল্লাহ সাহেব, বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9734201012
(৮) মুহাম্মাদ অশিক ইকবাল (আবু ফাহিম), ময়ূরেশ্বর, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 7501879668
(৯) রাকিবুল ইসলাম খান, হরিনাজোল, বীরভূম ।
(১০) মাওলানা নজরুল হক সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
মোবাইল - +91 7501879668
(১১) বক্তা হযরত মাওলানা আজাদুর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক দারুল উলুম পান্ডুয়া, হুগলী, মোবাইল - +91 9593589225
(১২) বক্তা হযরত মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক ঘুড়িসা মাদ্রাসা, মোবাইল - +91 9734281395
(১৩) মাওলানা সাউদ আলম, শিক্ষক বাগোলবাটী, ইলামবাজার মাদ্রাসা,
মোবাইল - +91 9933473560
(১৪) মুফতি নজরুল ইসলাম, ইমাম শিউড়ি পুলিশ লাইন মসজিদ ও সম্পাদক বানাত মিশন, শিউড়ি, মোবাইল - +91 9733054943
(১৫) আব্দুল মান্নান, ইলামবাজার, বীরভূম,
মোবাইল - +91 9153120353
(১৬) বক্তা বদরুল আলম, শিক্ষক মাদ্রাসা জলিলিয়া, মুর্শিদাবাদ ।



লেখক পরিচিতি
মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জন্ম ঃ ১০ জানুয়ারী ১৯৮৮ । বীরভূম, শালজোড়, ভারত, (পশ্চিমবঙ্গ)

শিক্ষা ঃ গ্রামের প্রাইমেরি স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী/১৯৯২-১৯৯৭) । পরে লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (২০০৮) । এরপর দুমকার সিধু কানহু মুর্মু ইউনিভার্সিটি থেকে ভূগোলে অনার্সসহ গ্রাজুয়েশন । এর পর হরিয়ানার মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি থেকে বি. এড., (২০১২/২০১৩) ।

পেশা ঃ ইসলামিক বিষয়বস্তু ও বর্তমান পরিস্থিত নিয়ে লেখা ও বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় নিয়ে লেখা ।

শখ ঃ ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মের উপর পড়াশুনা করা, ক্রিকেট খেলা ও দেখা ।

প্রথম পুস্তক ঃ শিরক ও বিদ্‌আত সম্পর্কিত প্রথম পুস্তক ‘ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস ও বেরেলী ফিৎনার আবির্ভাব’ বিদ্‌আতীদের হাঙ্গামায় ২০১০ সালে বন্ধ হয়ে যায় ।



Islamic Da'wah and Education Academy



Contact-
Ashik Iqubal
Mob- 7501879668
Ph.No-01776564817
email-
iqubal86@gmail.com
islamicdawahandedu@gmail.com
www.facebook.com/2014idea

Preaching authentic Islamic Knowledge in the light of our pious-predecessors

Address- Mayureswar, Birbhum-731218, W.B., India

Islamic Da'wah and Education Academy